পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 47 Friday, 16 January, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ✻ ২ মাঘ ১৪৩২, শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

ইডি-র বিরুদ্ধে এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ

আইপ্যাক মামলায় দেশের মধ্যে উদাহরণ তৈরির 'বার্তা' সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি ইডির। ইডির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর-এ স্থগিতাদেশের নির্দেশ। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তল্লাশির মাঝে সেদিন প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে যে সমস্ত জিনিস, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নিয়ে গিয়েছিলেন, তা সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তা যাতে কোনওভাবে বিকৃত করা না হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে তদন্তকারীকে। পাশাপাশি এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বড় পর্যবেক্ষণ, কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার যেমন নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাম্য নয়, তেমনই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি যদি স্থানীয় থানার অনুমোদনপত্র হাতে নিয়ে বৈধ তদন্ত করে, তাহলেও তা আইনসিদ্ধ। সব পক্ষকে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাবি হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। নোটিসও ইস্যু করেছেন তিনি। উল্লেখ্যে, এই ২ সপ্তাহের সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ে যাওয়া যাবতীয় ডিজিটাল ডিভাইসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। যেখানে তল্লাশি চলেছে এবং তার সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ, স্টোরেজ ডিভাইস সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি ইডি অফিসারদের উপর দায়ের হওয়া এফআইআর-এর উপর স্থগিতাদেশও দিয়েছেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, ইডি-র বিরুদ্ধে শেক্সপিয়ার সরণী থানা এবং অন্য থানায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে এফআইআর করা হয়। অর্থাৎ তদন্তকারী ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও অবস্থাতেই পদক্ষেপ করা যাবে না। আর ঠিক এই সময়েই এদিন আদালতে রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙভি সওয়াল করেন, এই মামলায় উল্টোদিকে যাঁরা রয়েছেন, অর্থাৎ যাঁদের নাম উঠে আসছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও যেন কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা না হয়। আদালত যাতে তাঁদেরও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তার আবেদন জানান তিনি। কিন্তু বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র স্পষ্ট করে বলে দেন, এই মামলা অত্যন্ত সংবেদনশীল। ইডি- বা কোনও তদন্তকারী সংস্থার হাতে যদি 'অথরাইজেশন লেটার' থাকে, তাহলে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন। অর্থাৎ প্রতীক জৈন কিংবা এই তদন্ত যাঁদের বিরুদ্ধে হচ্ছে, তাঁদের কোনও নিরাপত্তার মোড়ক দেওয়া হয়নি। অর্ডার দেওয়ার আগে বিচারপতি এও তুলে ধরেন, কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। কার্যত এটা একটা প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। একই সঙ্গে কলকাতায় ইডি-সিবিআই অফিসারদের তদন্তের বিরুদ্ধে যেভাবে ধরনা হয়েছে, বিক্ষোভ হয়েছে, সেটাও অর্ডার দেওয়ার আগে বিচারপতি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, শেষ বেলার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, তাঁরা আদালতে সর্বশেষ একটি পিটিশন ফাইল করেছেন, যেখানে রাজীব কুমার-সহ পুলিশ আধিকারিকদের সাসপেনশন করার কথা বলা হয়েছে। সেই বিষয়টিও নোটিস ইস্যুর মধ্যে থাকছে বলে বিচারপতি জানিয়ে দেন। পরবর্তী শুনানি ৩ ফেব্রুয়ারি। শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দেয় যে এই মামলায় রায় দেওয়া ঠিক কেন জরুরি। দেশের সামনে একটা উদাহরণ তৈরির কথাও বলে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ। অভিযোগ ছিল মূলত একটাই। ইডি যখন তল্লাশি চালাচ্ছে, তখন সেখানে প্রবেশ করে নথি নিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। চুরি-ডাকাতির মতো অপরাধের ধারায় মামলা করা হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে। সেদিন মমতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তারা। অর্ডারে সুপ্রিম কোর্ট বলছে, দেশের সব সংস্থা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য দেখতে হবে যাতে কোনও নির্দিষ্ট রাজ্যের আইনরক্ষকদের সুরক্ষা না পেয়ে যায় অপরাধীরা। এরপরই শীর্ষ আদালত বলছে, যদি এ ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এছাড়া এক বা একাধিক রাজ্যে আইন লঙ্ঘন হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এই মামলায় মমতা বা তৃণমূলের মূল অভিযোগ হল, তাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ নথি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল ইডি। সেই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যদিও কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার ক্ষমতা নেই কোনও দলের নির্বাচনী কাজে হস্তক্ষেপ করা, তবে এটাও দেখতে হবে যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্ত করতে গেলে দল যেন রাজনৈতিক কাজের দোহাই দিয়ে তদন্তে বাধা না দেয়। এদিন সব পক্ষকে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাবি হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। নোটিসও ইস্যু করেছেন তিনি। এই ২ সপ্তাহের সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ে যাওয়া যাবতীয় ডিজিটাল ডিভাইসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। যেখানে তল্লাশি চলেছে এবং তার সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ, স্টোরেজ ডিভাইস সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

'কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ ফরাক্কার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করার আর্জি জানালেন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করেছেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, ফারাক্কার ঘটনা মহা জঙ্গলরাজের উদাহরণ। নির্বাচন কমিশন সংবিধান বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। অরাজকতা থেকে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করুন। জ্ঞানেশ কুমারকে আর্জি বিরোধী দলনেতার। বুধবার এক বেনজির দৃশ্যের সাক্ষী থাকে বাংলা। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিডিও অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। সকাল থেকেই বিডিও অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীরা। 'এসআইআর মানছি না মানব না' এই স্লোগান তুলে বিডিও অফিসের সামনে প্রথমে চলছিল অবস্থান-বিক্ষোভ। বেলা গড়াতেই তা উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরবর্তীতে অফিসের ভিতরে ঢুকে বিধায়কের নেতৃত্বে ভাঙচুরের অভিযোগ। সরকারি অফিস ভাঙচুরের নেতৃত্ব দিতে যায় খোদ শাসকদলেরই বিধায়ককেই, যা ঘিরে তুমুল বিতর্ক। ঘটনার পর মনিরুলের বক্তব্য, ''হিন্দু ভাইরা আমায় বলছে, রামের নাম শুনলে বলছে আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের নাম শুনলে তখন চোদ্দ গুষ্ঠির খতিয়ান চাই। এই দ্বিচারিতা চলবে না। আমরা সকলে এই দেশকে স্বাধীন করেছি। যদি ফরাক্কার মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি খেতে হয় এই মণিরুল ইসলাম গুলি খাবেন প্রথমে।'' এতসবের পর বিডিও-র কোনও প্রতিক্রিয়া বুধবার পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার তিনি মুখ খোলেন। তবে তাঁর বক্তব্য, ''আমি তখন পাশের ঘরে ছিলাম''।

চেষ্টা 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ১৫ জানুয়ারিঃ রাজ্যে ফের সক্রিয় 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' চক্র। এবার এই প্রতারণা চক্রের নিশানায় খোদ ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান উত্তম দাস। কলকাতা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তাঁকে ফোন করে হুমকি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তবে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে উত্তম দাস জানান, বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে জনৈক ব্যক্তি নিজেকে কলকাতা সাইবার ক্রাইম দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেয়। ওই ব্যক্তি দাবি করেন, উত্তম দাসের নামে নথিভুক্ত একটি সিম কার্ড ব্যবহার করে বড়সড় কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। এই অপরাধের প্রেক্ষিতে মুম্বাই সাইবার ক্রাইম বিভাগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে অবিলম্বে মুম্বাইয়ে হাজিরা দিতে হবে। এরপরই ওই ব্যক্তি জানায়, সরাসরি ফোনের বদলে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে তাঁকে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে। অপরপ্রান্তের 'পুলিশের' এই তৎপরতা ও এই ধরনের কথাবার্তায় অসংগতি লক্ষ্য করে উত্তমবাবুর মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তিনি বুঝতে পারেন এটি একটি 'ফেক কল' বা ডিজিটাল জালিয়াতির ফাঁদ। সময়ের অপচয় না করে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পুরো বিষয়টি সবিস্তারে জানান। সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়, ডিজিটাল অ্যারেস্ট-এর নামে এটা ছিল একটা ফেক কল। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় টিটাগড় থানার পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ব্যারাকপুর পৌরপ্রধান।

আগামীদিনে শুভেন্দুর পরিবারের সদস্যরাও সেবাশ্রয়ে এসে চিকিৎসা করাবেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৫ জানুয়ারিঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুকে (বিধানসভা এলাকায়) দাঁড়িয়ে সেবাশ্রয় নিয়ে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের দু'টি ব্লকে সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি। সেই মঞ্চ থেকেই অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, মানুষ সুযোগ দিলে প্রতি বছর নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, কারও বুকের পাটা থাকলে আটকে দেখাক। সেবাশ্রয়ের অর্থের জোগান নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর তোলা প্রশ্নের জবাবে নাম না করে তাঁকে নিশানা করেন অভিষেক। বলেন, ''আপনি হিসেব নেওয়ার কে? হিসেব নেবে হাইকোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স। ক্ষমতা থাকলে মামলা করুন। কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না।'' এখানেই না থেমে আরও কটাক্ষ, ''বুক ঠুকে বলছি, প্রতি বছর এই নন্দীগ্রামে ১৭টা ক্যাম্প করব। আর শুভেন্দু অধিকারী থেকে তাঁর পরিবারের লোকজনও সেবাশ্রয়ে এসে চিকিৎসা করাবেন। কেন নন্দীগ্রামেই সেবাশ্রয়, এই প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক জানান, গত অক্টোবরে এক ডাকে 'অভিষেক হেল্পলাইনে' সবচেয়ে বেশি ফোন এসেছিল নন্দীগ্রাম থেকেই। তাঁর দাবি, এই এলাকায় তৃণমূলের কোনও সাংসদ বা বিধায়ক নেই, মানুষের প্রত্যাশা তাই আরও বেশি। ''তাঁদের ফেরাতে পারি না'', বলেন তিনি। একই সঙ্গে ঘোষণা করেন, নন্দীগ্রামে একটি মডেল ক্যাম্প হবে এবং দু'টি ব্লকে ডায়মন্ড হারবারের ধাঁচে আরও ১৭টি সেবাশ্রয় ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। প্রয়োজনে বালুরঘাটেও (সুকান্ত মজুমদারের নির্বাচনী ক্ষেত্র) এমন ক্যাম্প হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারের পর নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয়ের আয়োজন

ঘিরে বিজেপির বিরুদ্ধে পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, ''যাঁরা হোর্ডিং-ব্যানার ছিঁড়ছেন, তাঁদের রাজনৈতিকভাবে পায়ের মাটি সরে গিয়েছে।'' পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, নিজের এলাকায় বিরোধীরা এমন কর্মসূচি করলে তিনি রেড কার্পেট পেতে স্বাগত জানাতেন। সেবাশ্রয়ের অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন অভিষেক। কমিশনকে বিজেপির 'সহকারি সংস্থা' বলে কটাক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, ''লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি শুধু বাংলাতেই কেন? সেই তালিকা প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না কেন?'' মুখ্যমন্ত্রী আগেই এই দাবি তুলেছেন বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''তালিকা প্রকাশ না হলে আন্দোলন হবে, আর সেই আন্দোলন রোখার ক্ষমতা কারও নেই।'' কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আরও তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, ''আন্দোলন এখনও শুরু হয়নি। শুরু হলে কমিশন বুঝবে বাংলার মাটির ক্ষমতা।'' তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ৮২ জনের মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেন না নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বিএলওদের ইস্তফা দিতে বলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, আগে কমিশনেরই ইস্তফা দেওয়া উচিত। সঙ্গে চ্যালেঞ্জ, ''ক্ষমতা থাকলে আমার নামে এফআইআর করুন।'' এসআইআর প্রসঙ্গে অভিষেকের অভিযোগ, অপরিকল্পিত ভাবে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ও রিসোর্সের অভাবে বিএলওদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে বলেই আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, ''আমরা এসআইআর-এর বিরোধী নই। হোক, তবে সময় নিয়ে, পরিকল্পনা করে।'' শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ''নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয়ের খবর পেয়ে তিনি নভেম্বর মাসে কয়েক দিনের জন্য স্বাস্থ্যশিবির করেছিলেন, বন্ধও করে দিয়েছিলেন। পোস্টার দেখার পর আবার একটা করেছেন। ছ' বছর বিজেপিতে থেকে কী এনেছেন?''-এই প্রশ্ন তুলে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টানেন তিনি। কেরলে নিহত ভীমচন্দ্র বারিকের পরিবারের পাশে বিজেপি দাঁড়ায়নি বলেও অভিযোগ করেন অভিষেক। তাঁর দাবি, পাশে ছিল তৃণমূলই। শেষে পূর্ব মেদিনীপুরে এসআইআর ঘিরে মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে অভিষেকের তোপ, ''মুখে হিন্দুদের রক্ষাকর্তা বলে, আর কার্যত হিন্দুদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়!''

শীতের দাপট আর বেশিদিন নয়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ কনকনে ঠান্ডা আর নেই কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু অঞ্চলে। দিনের তাপমাত্রা বেশ খানিকটা বেশি অনুভূত হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রবিবার থেকেই হাওয়ার দিক বদলাতে শুরু করবে, আর তার জেরে এই সোমবার থেকে ধাপে ধাপে আরও বাড়বে তাপমাত্রা। আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রা প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। ফলে শীতের অনুভূতিও আর বেশিদিন থাকবে না। এই মুহূর্তে রাজ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আপাতত স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা ও শুষ্ক হাওয়া ঢুকছে বাংলায়। এর জেরে মাঘ মাসের প্রথম তিন দিন পর্যন্ত শীতের স্পেল বজায় থাকবে। সকালে ও রাতে হালকা বেশি ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে আর দুপুরে তুলনামূলক স্বস্তি মিলতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি শুক্রবার পর্যন্ত মোটামুটি থাকবে। তবে শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে কুয়াশার সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনই বাড়বে তার ঘনত্বও। ভোরের দিকে রাস্তাঘাটে সাবধানতা জরুরি। বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মানুষজনদের। মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যেতে পারে।

ইডির বিরুদ্ধে অভিষেকের পাল্টা পদক্ষেপের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ইডি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য তুলে ধরেছে, এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ইঙ্গিত, আগামী দিনে আদালতেই প্রকৃত সত্য সামনে আনবে তৃণমূল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টকে যদি মিসগাইড করা হয়ে থাকে, তবে কিছু তথ্য পরবর্তী কালে আদালতেই তুলে ধরা হবে। সবটাই জনসমক্ষে আসবে। তারপর আদালতই ঠিক করবে।'' শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''হিয়ারিং এখনও শেষ হয়নি। আইনত মামলা চলবে। পরবর্তী শুনানির দিন আবার লড়াই হবে।'' আইপ্যাক মামলায় ইডির ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তাঁর কটাক্ষ, ''আইপ্যাকের নামে শুধু বাংলাতেই কেন রেড?'' এরপরই আরও বিস্ফোরক মন্তব্য, রেড সংক্রান্ত কিছু তথ্য তাঁদের কাছে রয়েছে। সেই তথ্য সামনে এনে ইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। অভিষেকের দাবি, তখন ওরা পালানোর জায়গা পাবে না। সাংবাদিকদের উদ্দেশে ইডির পাঞ্চনামা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন তৃণমূল সাংসদ। অভিষেক বলেন, ''যদি সত্যিই রেড চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী কোনও তথ্য সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে ইডির পাঞ্চনামায় কী লেখা রয়েছে? সাংবাদিকদের বলব, খতিয়ে দেখুন! কিছু তথ্য আমাদের কাছেও আছে। সেগুলো আগামী দিনে সুপ্রিম কোর্টে তুলে দেওয়া হবে।'' ইডির মামলাগত তৎপরতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ''২৪ ঘণ্টার মধ্যে এমন কী হল যে হাইকোর্টে মামলা করার পর আবার সুপ্রিম কোর্টে গেল ইডি? কেন হাইকোর্টেই নিজেদের মামলা শুনতে চাইল না তারা?'' উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে কলকাতায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির রেড চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন-এই অভিযোগ ফের এদিন সুপ্রিম কোর্টে তোলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর দাবি, এটি সরাসরি চুরির ঘটনা। এ ধরনের কাজ রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের অপরাধে মদত দেওয়ার বার্তা দেয়। সেই যুক্তিতেই মেহতা রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার-সহ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সাসপেনশনের আবেদন জানান। এব্যাপারে বলতে গিয়ে ইডির বিরুদ্ধে আগামী দিনে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন অভিষেক।

শুভেন্দুদের মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে ধর্নার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ শুভেন্দু অধিকারীর নবান্ন ধর্নায় না আদালতের। হাইকোর্ট বলছে, চাইলে মন্দির তলায় ধরনা চলতে পারে। নির্দেশ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের। রাজ্যের যুক্তি ছিল নবান্ন হাইসিকিউরিটি জোন তাই সেখানে সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের যুক্তিতেই সায় দেন বিচারপতি। শেষ পর্যন্ত মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে (যা নবান্নর পিছনের দিকে) ধরনা আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগেও এ নিয়ে শুনানি চলেছিল হাইকোর্টে। তখনই নিজের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এবার পাকাপাকিভাবে না করে দিলেন। যদিও ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, আইপ্যাক-এর অফিসে ইডি হানা দিতেই সেখানে চলে গিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিও নিয়ে চলে আসেন বলে অভিযোগ। এই মামলায় জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। অন্যদিকে ইডি রেইডের সময় আচমকা মমতার চলে যাওয়া, ফাইল নিয়ে চলে আসা নিয়ে সুর চড়িয়েই চলেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে নবান্নের সামনে ধরনার অনুমতি চেয়ে দ্বারস্থ হয়ে হাইকোর্টে। এখন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলছেন, ''বিজেপি বিধায়কেরা নবান্নের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি করার অনুমতি চেয়েছিলেন। এই ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করব। যত দ্রুত সম্ভব ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হব।'' যদিও মামলার তোড়জোড় শুরু হতেই খোঁচা দিয়েছিল তৃণমূল। তৃণমূলের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ''যাঁরা ভিতরে কোনওদিন বসতে পারবে না। তারা যদি বাইরে বসতে চায়, কী বলি! ওরা সমীক্ষায় বুঝে গিয়ে, বিজেপি এবার ৫০-৬০এর গণ্ডি পেরোতে পারবে না। তাই বাইরে বসে দুধের স্বাদ ঘোলা মেটাতে চাইছেন।''

ইরানে আটকে ভারতীয়রা, ফেরাতে উদ্যোগ কেন্দ্রের!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ ইরানে চলছে খামেইনেই বিরোধিতা। অশান্ত পরিস্থিতিতে ১০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় সেখানে আটকে পড়েছেন। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে পোস্ট করেন। তাঁদের ফেরানোর দাবি জানান জম্মু ও কাশ্মীর পিপল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাংসদ মেহবুবা মুফতি। সবকিছু বিবেচনা করে এবার পদক্ষেপের পথে ভারত। এদেশের নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফেরানো হবে। সূত্রের খবর, উদ্ধার অভিযানের প্রথম ধাপ খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। সব ঠিক থাকলে, আগামীকালই প্রথম দফায় তাদের উড়িয়ে আনা হতে পারে। ইরানে পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, প্রথম ব্যাচের পড়ুয়াদের আগামীকাল সকাল ৮টার মধ্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। গুছিয়ে রাখতে বলা হয়েছে সমস্ত কাগজপত্র এবং যেকোনও মুহূর্তে যাতে রওনা দিতে পারে তারা, সেভাবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে যাত্রীদের একটি তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। ভারত ও ইরানের একাধিক দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় সব অনুমোদন নেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে একই সঙ্গে। সরকারি সূত্রে খবর, পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেই প্রতিটি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করাই এই মুহূর্তে সরকারের প্রধান লক্ষ্য। পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে বলে পরিকল্পনাগুলিও নিয়মিত পর্যালোচনা করছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই ইরানে থাকা ভারতীয় দূতাবাস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে। তবে এই কাজে বড় বাধা হয়ে এখন একাধিক এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকা। যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় অনেক জায়গা থেকে তথ্য পেতে দেরি হচ্ছে। ইরানে ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ক্রমেই। গত মাসের শেষদিকে ইরানের মুদ্রা রিয়াল রেকর্ড পরিমাণে পড়ে যায় আর তারপরই রাজধানী তেহরানে শুরু হয় বিক্ষোভ। প্রথমে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক সংকট ঘিরে হলেও, ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের সবকটি অর্থাৎ ৩১টি প্রদেশে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, বিক্ষোভকারীরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিও তুলতে শুরু করেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, দেশজুড়ে এই আন্দোলন দমনে কড়া পদক্ষেপ করা এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩,৪২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক দিনে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে জানাচ্ছে বিভিন্ন রিপোর্ট। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ইরানে যে ১০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় বসবাস করছেন। তাঁদের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ছাড়াও তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটকেরা রয়েছেন। বুধবার ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে থাকা সব ভারতীয় নাগরিককে যত দ্রুত সম্ভব দেশ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং নতুন করে ইরানে যাত্রা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জারি করা এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, বাণিজ্যিক বিমান বা যে কোনও উপলব্ধ পরিবহণ ব্যবহার করে ইরান ত্যাগ করতে হবে। একই সঙ্গে পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ইরানের অশান্ত আবহে ভারতীয়দের নিরাপদে ফেরাতে কেন্দ্রের উদ্যোগ এখন সবচেয়ে বড় ভরসা। প্রথম দফার উদ্ধার অভিযান কীভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে দেশ।

অভিনন্দন
পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম
প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন
গুয়াহাটি (কামাখ্যা) এবং হাওড়া

ট্রেনের বৈশিষ্ট্যগুলি
- এই রুটের দ্রুততম ট্রেন যা ২.৫ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় বাঁচায়।
- কৌশলগতভাবে ঘণ্টায় ১৮০ কিমি পর্যন্ত গতিসম্পন্ন।
- শৌচাগারে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে জীবাণুনাশক প্রযুক্তি।

প্রয়াগের সঙ্গমে চলছে পুণ্যস্নান, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

প্রয়াগরাজ, ১৫ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে বৃহস্পতিবারও পুণ্যস্নান করেছেন অসংখ্য ভক্তরা। পুণ্যযোগ থাকায় বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নান করেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক ভক্ত এদিন ভোর থেকেই সঙ্গম ঘাটে আসেন। কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই পুণ্যস্নান করেন পুণ্যার্থীরা। মাঘ মেলার আধিকারিক ঋষি রাজ বলেন, মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গতকাল গভীর রাত থেকেই স্নান চলছে। আজ ঘাটে কুয়াশা ছিল, কিন্তু আমাদের পুরো দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছে। আমাদের দল সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে এবং টহল দিচ্ছে, যাতে কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মাঘ মেলার এসপি নীরজ পান্ডে বলেন, গতকাল অনেকেই স্নান করেছিলেন এবং আজ সকালেও প্রচুর ভিড়। হয়েছে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তপন সিনহাকে স্মরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিনহা-র প্রয়াণ দিবসে বাংলা চলচ্চিত্রের এই কিংবদন্তি পরিচালককে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন যে, 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'ঝিন্দের বন্দী' থেকে 'গল্প হলেও সত্যি' বা 'সফেদ হাতি'- তাঁর প্রতিটি ছবিই ছিল শিল্পের সঙ্গে জনপ্রিয়তার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। তাঁর সৃষ্টি আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবে।প্রসঙ্গত, চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার তপন সিনহা (২ অক্টোবর, ১৯২৪ - ১৫ জানুয়ারি, ২০০৯) ভারতের সমান্তরাল চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম সমাদৃত নির্মাতা। সত্যজি রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের সঙ্গে তিনি কিংবদন্তি ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক চতুষ্টয়ের একজন। তিনি হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রও তৈরি করেছেন। ১৫টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেন। শিল্পকলায় অবদানের জন্য তিনি ১৯৯২ সালে 'পদ্মশ্রী'-তে ভূষিত হন।

ঐতিহাসিক সফর আইএমডি-র, প্রতিষ্ঠার ১৫০ বছর পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ দেখতে দেখতে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র প্রতিষ্ঠার ১৫০ বছর পূর্ণ হল। এই ঐতিহাসিক সফরে আইএমডি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। ১৮৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি আইএমডি-র স্থাপনা হয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি্র সাহায্যে আইএমডি সমতল, সমুদ্র ও আকাশের দিকে বিশেষ নজর রাখে।প্রতিটি মরশুমের জন্য দেশকে প্রস্তুত রাখে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আইএমডি-র পূর্বাভাস কৃষিকাজ, উড়ান পরিষেবা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জল সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বৈচিত্র্যেই ভারতের একতা, জনতাই সর্বোপরিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে সংসদ ভবন পরিসরে কমনওয়েলথের স্পিকার এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের ২৮-তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, বৈচিত্র্যেই ভারতের একতা।সম্মেলনের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত প্রমাণ করেছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়াগুলি গণতন্ত্রকে স্থিতিশীলতা, গতিশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রদান করে-সবকিছু একইসঙ্গে। এখন ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। ভারতের ইউপিআই বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম টিকা উৎপাদনকারী। ইস্পাত উৎপাদনে ভারত বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম রয়েছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিমান পরিবহন ক্ষেত্র। ভারতের রেল নেটওয়ার্ক বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম। ভারত বিশ্বের তৃতীয় .বৃহত্তম মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী। ধান উৎপাদনে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ভারতে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। এটি প্রমাণ যে গণতন্ত্র ভারতে ফলাফল প্রদান করে। দেশের মানুষ আমাদের কাছে সর্বোপরি। ২৮তম সিএসপিওসি-তে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতে কমনওয়েলথ স্পিকার এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বছরের প্রতিপাদ্য - সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকর বিতরণ - যা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তখন আন্তর্জাতিকভাবে সন্দেহ ছিল যে, এত বিশাল বৈচিত্র্যের দেশে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারবে কিনা। ভারত এই আশঙ্কাগুলিকে ভুল প্রমাণ করেছে এবং নিজস্ব বৈচিত্র্যকে ভারত গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। আরেকটি আশঙ্কা ছিল যে, গণতন্ত্র যদি কোনওভাবে টিকে থাকে, তবুও ভারত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে সক্ষম হবে না।

ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের ঐক্য, ও অখণ্ডতা রক্ষায় অবিচলঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেনা দিবস উপলক্ষ্যে বীর সেনাদের শুভেচ্ছা জানান। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষায় অবিচল।রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক্স মাধ্যমে লেখেন, সেনা দিবস বীর সৈনিক, প্রাক্তন সৈনিক এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষায় অবিচল রয়েছে। আমাদের সৈন্যরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করেন এবং দুর্যোগ ও মানবিক সংকটের সময় গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন। আপনাদের অবিচল ' দেশ সর্বোপরি' মনোভাব প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। অন্যদিকে দেশজুড়ে বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় সঙ্গে পালিত হচ্ছে ভারতীয় সেনা দিবস। অনুশাসন, সাহসিকতা ও রাষ্ট্রভক্তির প্রতীক ভারতীয় সেনা। দেশের সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরারত বীর জওয়ানদের সাহস ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করছে দেশ। এবার সেনা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে। রাজস্থানে সেনা দিবসের আয়োজন সে রাজ্যের সেনা গৌরবকে সম্মান জানানোর একটি প্রয়াস। সেনা দিবস সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করায় যখন ১৯৩৯ সালে জেনারেল কে এম ক্যারিয়াপ্পা ভারতীয় সেনার প্রথম ভারতীয় কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে দায়িত্বভার সামলান।সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কুর্নিশ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, সেনাবাহিনী নিঃ স্বার্থ সেবার প্রতীক। কখনও কখনও সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও অবিচল সংকল্পে দেশকে রক্ষা করছেন তাঁরা।অন্যদিকে সেনা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ লেখেন, ভারতীয় সেনার বীরত্ব দেশের ইতিহাসের পাতায় প্রতিধ্বনিত হয়।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেনা দিবস উপলক্ষ্যে এক্স বার্তায় জানান, ভারতীয় সেনার বীরত্ব দেশের ইতিহাসের পাতায় প্রতিধ্বনিত হয়, যা প্রতিটি প্রজন্মের ভারতীয়দের হৃদয়ে দেশপ্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে।অন্যদিকে সেনাবাহিনী দিবসে বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে তিনি জানান, সেনানীদের প্রতি গর্ব ও শ্রদ্ধায় দেশ ঐক্যবদ্ধ।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করে লেখেন, সেনা দিবস উপলক্ষে আমাদের সাহসী ভারতীয় সেনা এবং তাদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা। দেশ সর্বদা তাঁদের অদম্য সাহস, সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অটল অঙ্গীকারকে কুর্নিশ জানায়। আমাদের সীমান্তে সর্বদা সতর্ক এবং সংকটের সময়ে অবিচল, ভারতীয়. সেনাবাহিনী তাঁদের পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা এবং মানবিক সেবার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্মান অর্জন করেছে। আমাদের সরকার একটি আধুনিক, আত্মনির্ভর এবং কৃতজ্ঞ দেশ গড়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেনানীদের প্রতি গর্ব এবং শ্রদ্ধায় ঐক্যবদ্ধ দেশ।

নিপা আক্রান্ত দুই নার্সের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত পুরুষ নার্স। তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা। এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত অপর তরুণী নার্সের শারীরিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্সের চিকিৎসা চলছে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপরে নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞরা। রোগীদের শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতিতে খুশি তাঁরাও।নিপা একটি আরএনএ ভাইরাস। দ্রুত রূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম। মানুষের দেহে প্রবেশের পর মস্তিষ্কে প্রদাহ (এনসেফেলাইটিস) ও শ্বাসযন্ত্রের জটিলতা সৃষ্টি করে। নিপা প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ার নিপা গ্রামে। গবেষণায় জানা যায়, ফলখেকো বাদুড় এই ভাইরাসের বাহক। মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের ক্ষমতার কারণে নিপা ভাইরাস অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে হয়।

জনকল্যাণমূলক নীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেছে ভারতঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের সংসদীয় যাত্রা জনকল্যাণকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলেছে-এমনই বার্তা দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির সংসদ ভবনের প্রিসাইডিং অফিসারস হল-এ কমনওয়েলথের স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের ২৮তম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গত সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত জনগণের কল্যাণে নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে।এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশের স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের উপস্থিতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব ও ভবিষ্য দিশা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের ভূমিকা, সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা এবং জনঅংশগ্রহণ-এই সব বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।ওম বিড়লা তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের এই সমাবেশ গণতান্ত্রিক সংলাপ, সহযোগিতা ও অভিন্ন মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অনুশীলন, উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে এই সম্মেলন গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার পথচলা শুধু আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতি ও আইন তৈরি করাই ছিল এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণেই ভারতের গণতন্ত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও পরিণত ও শক্তিশালী হয়েছে।সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সংসদীয় প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, গণতন্ত্রে নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধির মতো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করবেন। আন্তর্জাতিক স্তরে সংসদীয় সহযোগিতা বাড়াতে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সুসংহত করতে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।এই সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত আবারও তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের ভূমিকা বিশ্বদরবারে তুলে ধরল-যেখানে জনকল্যাণই নীতি প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং শক্তিশালী গণতন্ত্রই চূড়ান্ত লক্ষ্য।

চুনি গোস্বামীর জন্মদিন, ভারতের ক্রীড়াজগতের এক অনন্য নক্ষত্রকে স্মরণ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ চুনি গোস্বামীর জন্মদিন। যাঁর নাম উচ্চারণ করলেই একসঙ্গে ভেসে ওঠে ফুটবল মাঠের জাদুকরি ড্রিবল, দুরন্ত গোল, আবার অন্যদিকে ক্রিকেট মাঠে ব্যাট ও বল হাতে লড়াকু পারফরম্যান্স। চুনি গোস্বামী শুধুমাত্র একজন ফুটবলার বা ক্রিকেটার ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়াজগতের এক বিরল প্রতিভা, যাঁর বহুমুখী সাফল্য আজও বিস্ময় জাগায়।১৯৩৮ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া চুনি গোস্বামী কলকাতার ক্রীড়া সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ফুটবল ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। স্ট্রাইকার কিংবা উইঙ্গার হিসেবে মাঠে নেমে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ তছনছ করে দেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খেলা। মোহনবাগান ক্লাবের জার্সিতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। সবুজ-মেরুন জার্সিতে তাঁর গোলসংখ্যা দুইশোরও বেশি, যা আজও ক্লাবের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। কলকাতা লিগে ১৪৫ গোল করে তিনি সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি পেয়েছেন, যা তাঁর ধারাবাহিকতা ও দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।শুধু ক্লাব ফুটবলে নয়, জাতীয় দলেও চুনি গোস্বামী ছিলেন অনন্য। ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে তিনি দেশের ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে গর্বের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ভারতের হয়ে অংশগ্রহণ ছিল তাঁর কেরিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর পর ১৯৬২ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসে তাঁর নেতৃত্বেই ভারতীয় ফুটবল দল স্বর্ণপদক জয় করে ইতিহাস গড়ে। সেই সাফল্য আজও ভারতীয় ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনগুলির অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৬৪ সালের এএফসি এশিয়ান কাপে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল, সেই টুর্নামেন্টেও চুনি গোস্বামীর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের হয়ে ৩৭টি ম্যাচ খেলে ১২টি গোল করলেও, পরিসংখ্যানের বাইরেও তাঁর অবদান ছিল অনেক বেশি। তিনি ছিলেন একজন 'টোটাল' ফুটবলার'। গোল করা যেমন জানতেন, তেমনই জানতেন আক্রমণ গড়ে তোলা, সতীর্থদের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং প্রয়োজনে রক্ষণেও নেমে পড়া। এই পূর্ণাঙ্গ ফুটবলারের গুণই তাঁকে সর্বকালের সেরা এশিয়ান ফুটবলারদের অন্যতম করে তুলেছে।ফুটবলের পাশাপাশি চুনি গোস্বামীর আরেকটি পরিচয় ছিল একজন সফল ক্রিকেটার। বাংলা ক্রিকেট দলের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি দীর্ঘদিন খেলেছেন। ১৯৭১-৭২ মরসুমে তাঁর নেতৃত্বেই বাংলা দল রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছেছিল, যা সেই সময় এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিসেবে ধরা হয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলার হয়ে ৪৬টি ম্যাচে ১৫৯২ রান করার পাশাপাশি তিনি ৪৭টি উইকেটও নিয়েছিলেন। ব্যাটসম্যান ও বোলার-দু'ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন কার্যকর, যা তাঁর অলরাউন্ডারসুলভ দক্ষতার পরিচয় দেয়।চুনি গোস্বামীর ক্রীড়াপ্রতিভা এখানেই শেষ নয়। ফুটবল ও ক্রিকেট ছাড়াও তিনি লন টেনিসে পারদর্শী ছিলেন। বিরল এই বহুমুখী প্রতিভা তাঁকে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের এক অনন্য চরিত্রে পরিণত করেছিল। খেলোয়া। জীবনের পরে তিনি সফল ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবেও নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতার শেরিফ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সামাজিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।ভারতীয় খেলাধুলায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৩ সালে তিনি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হন এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালে ভারত সরকার তাঁর সম্মানে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। সেই বছরই, ৩০ এপ্রিল, এই মহান ক্রী।।বিদ প্রয়াত হন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি ও কৃতিত্ব আজও অমলিন।চুনি গোস্বামীকে অনেকেই ভারতের ফুটবলের 'স্বর্ণযুগ' অন্যতম কারিগর বলে মনে করেন। তাঁর খেলার শৈলী, নেতৃত্বগুণ এবং বহুমুখী প্রতিভা আজও নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে। জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করা মানে শুধু একজন ক্রীড়াবিদকে নয়, বরং ভারতীয় ক্রীড়ার এক গৌরবময় অধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো।

''চতুর্থবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'', মঞ্চে দাবি অভিষেকের

অরূপ নস্কর,(দুরন্তবার্তা) কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি ঃগত মঙ্গলবার কোচবিহারের ' রংসংকল্প সভা'য় ভোটের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন যে, চতুর্থবারও রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন হবে। চতুর্থবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের সভা থেকে তিনি জেলায় ৯-০ করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন।অভিষেক বলেন যে, ' ইডি পাঠিয়ে তৃণমূলকে জব্দ করতে চাইছে বিজেপি, নিজেরাই জব্দ হবে। যাঁরা এসআইআরে শুনানির নোটিস পেয়েছেন, সবার নাম যেন ভোটার তালিকায় থাকে, সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব তৃণমূলের কর্মীদের। যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, এদের একটাও ভোট দেবেন না।''এ প্রসঙ্গেই অভিষেক বলেন যে, বিজেপিকে দেখিয়ে দিতে হবে যে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের উপরই আস্থা রাখেন। চতুর্থবারও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থবারও মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে বাংলায়।

সেনা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ সেনা দিবসে বিশেষ বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ৭৮তম সেনা দিবস উপলক্ষে, আমরা আমাদের সৈন্যদের বীরত্ব, শৃঙ্খলা এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানাই, যাদের দেশপ্রেমিক সেবা আমাদের মহান জাতির ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তাকে সমুন্নত রাখে।

ইআরএমসি নৈহাটি শাখার সভাপতি হরেন বিশ্বাসের স্মরণ সভা

দুরন্ত বার্তা,নৈহাটিঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস-নৈহাটি শাখার সভাপতি হরেন বিশ্বাস ইহলোক ছেড়ে স্বর্গবাস করেছেন। তারই স্মরণ সভা আজ অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি শাখার অফিসে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এনএফআইআর-এর জোনাল সেক্রেটারি স্বপন কুমার দত্ত মহাশয়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দীপক কাঞ্জিলাল, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি তপন দাস, নৈহাটি শাখার সভাপতি সৌমিত্র সেন ও সম্পাদক পাপ্পু প্রসাদ, কোষাধক্ষ্য সঞ্জিত মজুমদার সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকেই মাল্য দান করে হরেন বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানান। ইস্টার্ন রেলও মেন্স কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তথা এনএফআইআর-এর রেলওয়ে লিডার বিনোদ শর্মা না আসতে পারলেও তিনি শোকবার্তা সহ শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান।

মকর সংক্রান্তিতে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ পৌষ সংক্রান্তি তথা মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে বাংলার মানুষকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ একটি বার্তার মাধ্যমে তিনি এই উৎসবের শুভেচ্ছা ভাগ করে নেন।ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তায় লিখেছেন যে, সকলকে জানাই মকর সংক্রান্তির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।উল্লেখ্য,বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিনটি পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি হিসেবে পালিত হয়। এটি মূলত একটি শীতকালীন ফসল উৎসব। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই দিনেই সূর্য ধনু রাশি ত্যাগ করে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্যের এই দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী যাত্রার পরিবর্তনের সময়টি নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়।বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজবাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে মকর সংক্রান্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। ঐদিন বাঙালিরা পিঠে - পুলি খাওয়া, ঘুড়ি উড়ানো, বাজি অথবা পটকা ফাটানো এবং ফানুস উড়িয়ে উৎসবের আকারে পালন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটদান অপরিহার্য ঃমোহন ভাগবত

নাগপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটদান অপরিহার্য, এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বৃহস্পতিবার সকালে নাগপুরে মহারাষ্ট্রের পৌরসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর নিজের আঙুলে লাগানো কালির দাগ দেখান।তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটদান অপরিহার্য এবং তাই এটি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনগণের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে সঠিক প্রার্থীকে ভোট দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এটি দিনের প্রথম কর্তব্য এবং সেই কারণেই আমি সবার আগে এখানে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে এসেছি।

মহারাষ্ট্রের ২৯টি পৌরসভায় সম্পন্ন ভোট, মুম্বইয়ে গণতন্ত্রের উৎসবে তারকারা

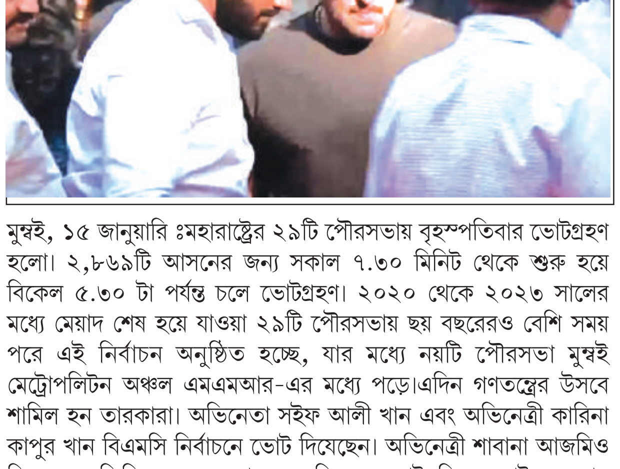

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি ঃমহারাষ্ট্রের ২৯টি পৌরসভায় বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হলো। ২,৮৬৯টি আসনের জন্য সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৫.৩০ টা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ। ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ২৯টি পৌরসভায় ছয় বছরেরও বেশি সময় পরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার মধ্যে নয়টি পৌরসভা মুম্বই মেট্রোপলিটন অঞ্চল এমএমআর-এর মধ্যে পড়ে।এদিন গণতন্ত্রের উসবে শামিল হন তারকারা। অভিনেতা সইফ আলী খান এবং অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান বিএমসি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। অভিনেত্রী শাবানা আজমিও দিয়েছেন। তিনি বলেন, দয়া করে নিজের ভোট দিন। ভোট দেওয়ার অধিকারের সঙ্গে একটি দায়িত্ব আসে। অভিনেতা সলমন খান, আমির খান, অক্ষয় কুমার ভোট দিয়েছেন।মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও ভোট দিয়েছেন। গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হন অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর, প্রবীণ অভিনেতা রাজা মুরাদ, রজত কুমার-সহ অনেকেই। তাঁরা নিজেরাও ভোট দেন এবং অন্যদেরও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন প্রমাণিত হবে। আপনি আপনার উদ্বেগগুলো পেছনে ফেলে ইতিবাচকতার দিকে এগিয়ে যাবেন। এই সময়ে আপনি নতুন শক্তি এবং উৎসাহের একটি জোয়ার অনুভব করবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। বিবাহের যোগ

বৃষঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। শুভ দিন।

মিথুনঃ আপনার একজন পুরানো বন্ধু আপনাকে কীভাবে আজ ব্যবসায়িকভাবে আরও বেশি লাভ অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। যদি আপনি তার পরামর্শ অনুসরণ করেন তবে আপনি অবশ্যই ভাগ্যবান। ।

কর্কট রাশি ঃ ঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি একাত্মতা এবং ইতিবাচকতায় পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার শক্তিকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

কন্যা ঃ আপনার চারপাশের মানুষ আপনার নেতৃত্বগুণ এবং সংকল্পকে স্বীকৃতি দেবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সময়ে আপনার সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এটা সম্ভব যে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।।

বৃশ্চিকঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।

ধনুঃ আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। সংসারে শান্তি ফিরে আসে

মকরঃ যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চৎমকার দিন। এই দিন আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে গভীর বোঝাপড়া এবং সমর্থন পাবেন, যা আপনার অভ্যন্তরীণ মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবে। সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা বা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে।

মীনঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। শুভ রং লাল আজ

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত শীত থাকবে একই রকম। চলতি সপ্তাহে রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন হবে না। যেমন রয়েছে, তেমনই থাকবে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। কিছু কিছু জেলায় ঘন কুয়াশার চাদরও দেখা যেতে পারে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন সকাল থেকে কলকাতার আকাশ মূলত পরিষ্কারই ছিল। ভোরের দিকে কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশাও পড়েছে। আগামী সোমবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ ওঠানামা হবে না। আবহাওয়া মোটের উপর শুস্কই থাকবে। চলতি সপ্তাহে সকালের দিকে সব জেলাতেই হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে। তবে শনি এবং রবিবার সকালে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। রবিবার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং ১০রাত ৫৫টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১১মনিটে হতে পারে।

আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ বোমাবাজি, আহত পরীক্ষার্থী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভাঙড়ে ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পরিস্থিতি। আইএসএফ ও তৃণমূলের দ্বন্দ্বে বোমাবাজির ঘটনা সামনে এসেছে, যার জেরে গুরুতর আহত হয়েছে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গোটা এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পোলেরহাট থানার অন্তর্গত একটি এলাকায়। আহত যুবকের নাম রিজুয়ান ইসলাম। সে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালীন একটি বিস্ফোরণের আঘাতে তার মাথা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ওই ছাত্র। ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, আইএসএফ কর্মীরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গেলে আইএসএফ কর্মীরা বোমাবাজি শুরু করে। অন্যদিকে আইএসএফের পাল্টা দাবি, তারা এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বাড়ি বাড়ি গিয়েছিল। সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা বাধা দেয় এবং তারপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পোলেরহাট থানার পুলিশ ছাড়াও অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে এবং নজরদারি চলছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও ভাঙড়ে আইএসএফ ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়েও বেশ কয়েকজন আহত হন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের রাজনৈতিক হিংসায় জড়াল ভাঙড়। ধারাবাহিক এই সংঘর্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফের কলকাতার বড়বাজারের রাসায়নিক গুদামে আগুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ খাস কলকাতায় ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বড়বাজার এলাকায় একটি রাসায়নিক গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। বনফিল্ড রোড সংলগ্ন ওই গুদাম থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ গুদাম থেকে প্রথম ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হয়। গুদামটিতে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত মোট সাতটি দমকল ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেন। রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকার কারণে জলের বদলে ফোম ব্যবহার করে আগুন নেভানো হচ্ছে। বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে দমকলকর্মীদের মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরেই কাজ করতে দেখা যায়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বস্তির বিষয় একটাই,এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এর একদিন আগেই উত্তর কলকাতার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে আসবাব ও প্লাইউডের একটি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেই ঘটনায় পাশের একাধিক দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দমকলের ১০টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্য খাদ্য দপ্তর চলতি খরিফ মরসুমে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে গত আড়াই মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। ধান বিক্রীর জন্যে এখনও পর্যন্ত যে ২৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৩ জন কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন তার মধ্যে ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭২৪ জন কৃষকের কাছ থেকে ২৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৮৯ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। উল্লেখ্য গত পয়লা নভেম্বর থেকে রাজ্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। চলতি খরিফ মরসুমে ৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে আসার পথে মাঝ নদীতে আটকে পড়লো বার্জ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬ কে কেন্দ্র করে পুণ্যস্নানে যাওয়া তীর্থ যাত্রী দের নিয়ে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মুড়িগঙ্গা নদীতে। পূর্ন্যার্থীদের নিয়ে এমভি বুলবুল নামে একটি বার্জ তীর্থ যাত্রীদের পারাপারের জন্য এবং যানবাহন পারাপারের জন্য একটি বার্জ কাকদ্বীপ লট নম্বর ৮ থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে কচুবেড়িয়াতে যাওয়ার সময় ৩০০০ জন তীর্থ যাত্রী নিয়ে মাঝ নদীতে আটকে পরে।ঘটনার সময় বার্জটিতে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীও ছিলেন বলে জানা গেছে। দীর্ঘ সময় নদীর মাঝখানে আটকে থাকায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশা ও নদীর মাঝখানে অনিশ্চিত অবস্থার কারণে অনেকেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। গঙ্গা সাগরে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা পড়েন চরম দুর্ভোগে। কয়েক ঘন্টা আটকে থাকার পর তীর্থ যাত্রীরা আতঙ্কিস্কত হয়ে পড়ে। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সদস্যরা তড়িঘড়ি পানীয় জল এবং শুকনো খাবার নিয়ে মাঝ নদীতে আটকে থাকা বার্জটিতে পৌঁছায়। এরপর একে একে পূণ্যার্থীদের উদ্ধার করে ছোট নৌকোর মাধ্যমে কচুবেড়িয়াতে নিয়ে আসা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুড়িগঙ্গা নদীতে ভাটা থাকার কারণে হঠাৎই জলের স্তর নেমে যায় এর ফলে পুন্যার্থীদের বার্জটি আটকে পরে। এই খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসনের তরফ থেকে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয় ও নিরাপদে উদ্ধার করা হয় তীর্থ যাত্রীদেরকে।উদ্ধার হওয়া তীর্থ যাত্রীরা বলেন, সময়মতো উদ্ধার না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে নদীপথে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে এবং তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রেল বিপ্লবের নেতৃত্বে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় রেলওয়ের উন্নয়নের গল্প প্রায়শই আইকনিক ল্যান্ডমার্ক, উচ্চ-গতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মার্কি উদ্বোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে। তবুও, একটি জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থার আসল পরিমাপ নিহিত রয়েছে যে এটি প্রতিদিনের ভ্রমণকারীদের কতটা ধারাবাহিকভাবে সেবা করে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নির্ভরযোগ্য রেল সংযোগ, যা প্রায়শই ভৌগোলিক এবং সুযোগ দ্বারা পৃথক দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করে। অমৃত কাল-এর একটি বিশেষ অফার হিসাবে কল্পনা করা, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস সাধারণ যাত্রীদের জন্য প্রতি হাজার কিলোমিটারে ৫০০ এরও কম ভাড়ায় নিরবচ্ছিন্ন, নন-এসি দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ নিয়ে আসে। লক্ষ লক্ষ লোক যারা কাজ, শিক্ষা এবং জীবিকার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের উপর নির্ভর করে, এটি উচ্চ ভাড়ার বোঝা ছাড়াই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি যাত্রীদের জন্য আরাম এবং নিরবচ্ছিন্ন রেল সংযোগের উপর জোর দেয়। তাদের নকশা রেল ভ্রমণের জন্য একটি নতুন পদ্ধতির প্রতিফলন করে, যা যাত্রীদের সুবিধা, শক্তি দক্ষতা এবং পরিবেশগত দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেয়। একটি দেশীয় ট্রেন হিসাবে, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস আত্মনির্ভর ভারতের চেতনাকেও শক্তিশালী করে, ভারতের পরিচালনাগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বদেশী প্রকৌশল প্রদর্শন করে। এই পরিষেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত এক্সপ্রেসকে দেশের সর্বশেষ আধুনিক ট্রেন হিসেবে বর্ণনা করেন, যা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং নমো ভারত র‍্যাপিড রেলের পরে। এই তিনটি ট্রেন একসাথে ভারতীয় রেলের একটি বৃহত্তর রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, যা এখন বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন যাত্রীদের জন্য বাস্তব সুবিধার দিকে পরিচালিত করছে। ১৭-১৮ জানুয়ারী, অমৃত ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হওয়ার মাধ্যমে জাতি আধুনিকীকরণের এই যাত্রায় এক ধাপ এগিয়ে যাবে। এরোডাইনামিক নকশা এবং ১৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলার ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিশ্বমানের ট্রেনগুলি দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেবে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এই পরিষেবাটি প্রথম চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ৩০টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে। ১৭ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি সিরিজের সূচনা করবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঘোষিত অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির সম্ভাব্য নামগুলি হল - ১। নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। ২। নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচ্চিরাপ্পল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। ৩। আলিপুরদুয়ার - বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। ৪। আলিপুরদুয়ার - মুম্বাই (পানভেল) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের উপ-হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস একাধিক ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল অতিক্রম করবে। পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং পরিবারের জন্য, এটি একটি নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে উঠবে। সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচ্চিরাপ্পল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, যা উত্তরবঙ্গকে মধ্য তামিলনাড়ুর শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সাথে সংযুক্ত করে। ঐতিহ্যগতভাবে খণ্ডিত সংযোগের উপর নির্ভরশীল করিডোরে সরাসরি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প প্রদান করে, পরিষেবাটি পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণের মধ্যে নিয়মিত ভ্রমণকারী হাজার হাজার লোকের জন্য দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণকে সহজ করে তোলে। একইভাবে, আলিপুরদুয়ার - বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল এবং কর্ণাটকের দক্ষিণ শিল্প বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সংযোগ জোরদার করবে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং বনভূমির কাছে আলিপুরদুয়ারের কৌশলগত অবস্থান প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বেঙ্গালুরুতে সরাসরি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংযোগ হিসেবে কাজ করবে। এই পূর্বাঞ্চলীয় বৃত্তটি সম্পূর্ণ করে আলিপুরদুয়ার - মুম্বাই (পানভেল) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, যা পূর্ব-পশ্চিম একীকরণকে প্রতিফলিত করে। মুম্বাই ভারতের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে, অন্যদিকে পানভেল একটি প্রধান ট্রানজিট এবং লজিস্টিক হাব হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ এবং সংলগ্ন অঞ্চলের ব্যবসায়িক যাত্রীদের জন্য, মুম্বাইয়ের পানভেলে সরাসরি, আরামদায়ক ট্রেন, সাশ্রয়ী মূল্যে ভ্রমণ অনিশ্চয়তা হ্রাস করবে। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের আরামের উপর জোর দেয়। আধা-স্বয়ংক্রিয় কাপলার সংযোগের সময় শব্দ এবং ঝাঁকুনি কমায়, অন্যদিকে বিকৃত টিউব দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রভাব শোষণ করতে সহায়তা করে। পুশ-পুল প্রযুক্তি পরিচালনার দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যাত্রী-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ফোল্ডেবল স্ন্যাক টেবিল, মোবাইল এবং বোতল হোল্ডার, মেঝেতে রেডিয়াম স্ট্রিপ, আরামদায়ক আসন এবং উন্নত বার্থ। টয়লেটগুলিতে ইলেকট্রো-নিউম্যাটিক ফ্লাশিং সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় সাবান ডিসপেনসার এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে এবং দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সহ। প্রতিটি যাত্রীর জন্য দ্রুত চার্জিং পয়েন্ট এবং একটি প্যান্ট্রি কার দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের আরামকে আরও উন্নত করে। কার্যকারিতা ও সাশ্রয়ী মূল্যের উপর জোর দিয়ে এই আধুনিক ট্রেনগুলো ভারতীয় রেলের যাত্রীদের বৃহত্তম অংশকে পরিষেবা দেয়, যারা প্রায়শই এবং প্রয়োজনে দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করেন। নিউ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারকে সরাসরি নাগেরকয়েল, তিরুচ্চিরাপ্পল্লী, পানভেল (মুম্বাই) ও বেঙ্গালুরুর সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ভারতীয় রেল দেশের জীবনরেখা হিসেবে তার ভূমিকাকেই তুলে ধরছে।

বহরমপুর থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার তিন অস্ত্র পাচারকারী

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ ভারত থেকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ গুলি এবং কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করতে গিয়ে বুধবার সন্ধে নাগাদ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার পুলিশ এবং এবং জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের আধিকারিকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিন কুখ্যাত অস্ত্র পাচারকারী। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি যৌথ দল ওই তিন আগ্নেয়াস্ত্র পাচারকারীকে বহরমপুর থানার অন্তর্গত সুভাষনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তিদের নাম,কাউসার আলী (১৯) বাড়ি রাণীনগর-শেখপাড়া, রফিকুল মন্ডল (৩৫) বাড়ি মাধবপুর ইসলামপুর এবং সাকিরুল শেখ বাড়ি সাগরপাড়া থানার বালিবোনা এলাকায়। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (হেডকোয়ার্টার্স) মজিদ ইকবাল খান বৃহস্পতিবার বলেন, ধৃত ব্যক্তিদের হেফাজত থেকে দু'টি অত্যাধুনিক ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, চারটি খালি ম্যাগাজিন,৩০০ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম পিস্তলের গুলি, একটি মোটর সাইকেল, দুটি মোবাইল ফোন এবং ১০ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি ধৃত ব্যক্তিরা ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি জোগাড় করেছিল।এই বিপুল পরিমাণ গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্র কাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। ধৃত ব্যক্তিদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত রফিকুল মন্ডলের বিরুদ্ধে অতীতে বহরমপুর থানায় অস্ত্র এবং বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানান, রানীনগরের একটি স্কুলের নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর কাউসার বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি কেনাবেচার কারবারে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশের ওই আধিকারিক জানান,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সে দেশে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলির ব্যাপক চাহিদা বেড়েছে। সেই সুযোগে কাউসার, রফিকুল ও সাকিরুল বেআইনিভাবে বাংলাদেশে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি পাচারের কারবার ফেঁদে বসেছিল। পাশাপাশি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিদেরও তারা গুলি, আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতো বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। জেলা পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা আরও জানতে পেরেছি প্রত্যেক মাসে কাউসার ২-৫ বার সাহেবগঞ্জে যেত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি সংগ্রহ করার জন্য। এরপর সেগুলো মুর্শিদাবাদের নিয়ে এসে সময় সুযোগ মতো সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ পাচার করে দিত।

পুলিশি প্রতিরোধে ভেস্তে গেল 'বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী'দের বৃহস্পতিবারের নবান্ন অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নবান্নঃ ভেস্তে গেল বৃহস্পতিবারের নবান্ন অভিযান। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ২০০৯ প্রাথমিকের বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী ঐক্য মঞ্চ এবং ২০১৭ সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা গ্রুপ ডি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী ঐক্য মঞ্চের ডাকে বৃহস্পতিবার দুপুরে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। ওই অভিযানে ডাক দিতে আরও বেশ কয়েকটি চাকরিপ্রার্থী সংগঠনকেও যোগ দেওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সকাল থেকেই হাওড়া সিটি পুলিশ হাওড়া শহরের প্রাণ কেন্দ্র হাওড়া ময়দান, ফরশোর রোড সহ বিভিন্ন রাস্তায় লোহার গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিক্ষোভকারীরা হাওড়া স্টেশন এবং হাওড়া ময়দানের মেট্রো স্টেশনের বাইরে জমায়েতের ডাক দেন। এই উপলক্ষ্যে হাওড়া স্টেশনের আশপাশে এবং হাওড়া ময়দানের জি টি রোডে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। যেকোনও ঘটনা মোকাবিলায় বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাফ প্রস্তুত রাখা হয়। সকাল থেকে জি টি রোড, ফরশোর রোড সহ বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর পাশাপাশি সিসিটিভির মাধ্যমেও চলে নজরদারি। এদিন মিছিল আসার মুহূর্তেই পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে আন্দোলনকারীদের বাধা দেয়। হাওড়া স্টেশন চত্বর, ময়দান সহ একাধিক এলাকা থেকে ১৫ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ আটক করে। পুলিশের বাধায় এরপরই কার্যত ভেস্তে যায় এদিনের নবান্ন অভিযান কর্মসূচি।

গার্ডারের ত্রুটির ফলে বেলঘরিয়া ফ্লাইওভার বন্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেলঘরিয়া রেলওয়ে ফ্লাইওভার অবশেষে সংস্কারের কাজের জন্য বন্ধ হচ্ছে। কয়েক মাস ধরে গার্ডারের ত্রুটি এবং কাজ শুরু করার সঠিক সময় নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। সব জটিলতা কাটিয়ে প্রশাসন ঠিক করেছে, আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সংস্কার কাজ। ফ্লাইওভারটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে, যার ফলে উত্তর শহরতলিতে যানজটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে পরিস্থিতি সামলাতে ইতিমধ্যেই পুরসভা ও পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য প্রচারণা শুরু করেছে। বেলঘরিয়া ফ্লাইওভার উত্তর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পথ। এটি মূলত বিটি রোড থেকে এমবি রোড হয়ে নিমতা মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এই ফ্লাইওভার ব্যবহার করে বিরাটি পৌঁছানোও সহজ। দৈনন্দিন বহু মানুষ এই রুট ব্যবহার করেন, তাছাড়া পণ্যবাহী যানবাহন ও বাসও এখানে চলাচল করে। ফলে ফ্লাইওভারটি শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালে ফ্লাইওভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলে গার্ডারে ত্রুটি ধরা পড়ে। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, কেএমডিএ ও রেলের কর্মকর্তারা একাধিক বৈঠকে বসেন এবং যৌথ পরিদর্শন করেন। সব বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ১৭ জানুয়ারি রাত ১২টা থেকে কাজ শুরু হবে। ফ্লাইওভার বন্ধ থাকায় যানজট এড়াতে পুলিশ ইতিমধ্যেই বিকল্প রুট ঘোষণা করেছে। বিটি রোড থেকে নিমতা হয়ে বিরাটি যেতে হলে রথতলা মোড় হয়ে নীলগঞ্জ রোড এবং সিন্ধু স্টার মোড় হয়ে টেক্সম্যাকো রোড পর্যন্ত যেতে হবে। এরপর ৮ নম্বর রেলগেট হয়ে এমবি রোডের কালচার মোড়ে উঠতে হবে। অপরদিকে বিরাটি থেকে বিটি রোডে আসার জন্য প্রথমে এমবি রোডের কালচার মোড়, তারপর ডান দিকে ওল্ড নিমতা রোড ধরে ২ নম্বর রেলগেট হয়ে নীলগঞ্জ রোডের সিন্ধু স্টার মোড়ে এসে বিটি রোডে পৌঁছানো যাবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্দেশক বোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং করে জনসাধারণকে সময়মতো তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা বলেন, 'বেলঘরিয়া ফ্লাইওভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মোট ১২টি গার্ডারের ত্রুটি সামনে এসেছে।

এসআইআর শুনানিতে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্বাচন কমিশন শুক্রবার নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুনানিতে মাধ্যমিক বা দশম শ্রেণির অ্যাডমিট কার্ডকে আর ভ্যালিড ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। কেন্দ্রীয় নির্বাচন দফতরের পাঠানো চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৭শে অক্টোবরের কমিশনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড যাচাইয়ের নথি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এস. আই. আর.-এর জন্য ১১টি নির্দিষ্ট নথি গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। এই নথিতে জন্মের সাল, তারিখ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত শংসাপত্র থাকতে হবে। মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে এসব প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে না, তাই তা যাচাই নথি হিসেবে অনুমোদিত নয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন বা স্থানীয় কর্মকর্তারা আগে আবেদন জানিয়েছিলেন, যাতে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডও যাচাই নথির অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কমিশন জানিয়েছে, শুধুমাত্র সেই নথি গ্রহণযোগ্য হবে যা পূর্বে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই ভোটার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছেন শুনানিতে। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই নথি গ্রহণযোগ্য না থাকায় নতুন করে কোন প্রমাণ দিতে হবে কি না। কমিশন জানিয়েছে, বিস্তারিত নির্দেশনা ও পরবর্তী পদক্ষেপ পরে জানানো হবে।

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে কোটির ওপরে তীর্থযাত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিন চব্বিশ পরগনার গংগাসাগরে আজ বিকাল তিনটে পর্যন্ত এক কোটি ৩০ লক্ষ তীর্থযাত্রী এসেছেন বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন মেলায় বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় ৮৯৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪৫৬টি পকেটমারের ঘটনা ঘটেছে। হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে আজ মেলায় বিহারের ৬১ বছরের মৃত্যুঞ্জয় সিং-এর মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এই নিয়ে এইবারের মেলায় দুই জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হল। পরিবেশ বান্ধব সবুজ মেলা ঘোষণা করায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামীকাল সকালে সমুদ্র সৈকত সাফাই অভিযান করা হবে। শনিবার সরকারিভাবে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

পূর্ব যাদবপুরে বিএলও-র অস্বাভাবিক মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপের মধ্যেই পূর্ব যাদবপুরের মুকুন্দপুর এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকার বহরু হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক এবং পূর্ব যাদবপুরের চিতকালিকাপুরের ১১০ নম্বর ভোটকেন্দ্রের বিএলও অশোক দাসকে বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চলা বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর সংক্রান্ত চাপেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে নিজের বাড়িতেই ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁরা অশোক দাসকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত বিএলওর দিদি বলেন, এসআইআর সংক্রান্ত চাপ ছিল। পাড়ায় চাপ ছিল। কীভাবে মৃত্যু তা তদন্ত করে দেখা উচিৎ। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মা। তিনি সরাসরি পরিদর্শন করেন ও ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পেছনে কারও অপরাধমূলক হস্তক্ষেপ আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/APAS/220/ 2025-2026/2nd Call

Name of work : **Repairing of paver block footpath at 171 M.G.Road (PS220) with allied area etc. in Ward No.-042.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **4,96,147.21.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **28 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/27/2025-2026

Name of work : **Maintenance of drainage adjunts at Munshi Sudar Uddin Ln and other different places in Ward No.-041, under Borough-V.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **3,49,698.53.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion : **28 days.** Last date and time of submission of Bid : **28.01.2026 – 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Tender : **30.01.2026 – 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **16.01.2026 (5 p.m.)**(for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/39/25-26/R

Name of work : **Maintenance of drainage system at Tiljala Road, Sundari Mohan Avenue, Rai Charan Pal Lane and its surrounding area in Ward No.-59.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,99,847.39.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/40/25-26/U

Name of work : **Maintenance of drainage system at Topsia Road (South), Rai Charan Pal Lane, Mahendra Roy Lane and its surroundings in Ward No.-59.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,43,897.50.** Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/41/25-26/U

Name of work : **Maintenance of drainage system at Tiljala Road, Gobra Gorosthan Road, Christopher Road and its surrounding area in Ward No.-59.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,99,989.09.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/44/25-26/U

Name of work : **Construction of PIT, Catch-PIT and other ancillary work at Topsia Road, Dehi Srirampur, Mahendra Chatterjee Lane and its surrounding area in Ward No.-59.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,99,883.56.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/46/25-26/U

Name of work : **Development of passage at 53/33, 43B Tiljala Road (Disturbed due to new sewer) in Ward No.-59.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,18,311.28.** Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of completion : **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/37/25-26/R

Name of work : **Maintenance of drainage system at different places in Ward No.-63.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,98,438.18.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/42/25-26/U

Name of work : **Maintenance of drainage system at 11C, 19 Tiljala Shibtala Lane, 65 Tiljala Masjid Bari Lane, 64 Broad Street and surroundings of Uttaran area in Ward No.-65.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,96,196.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **90 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/41/25-26/R

Name of work : **Repairing of Bus passenger shelter at 37 Ballygunge Park, Opposite of CCFC Ground and surroundings in Ward No.-65.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,43,809.94.** Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of completion : **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/43/25-26/U

Name of work : **Removal of chockage of Uttaran areas at 29A Palm Avenue, 11D, 11E Tiljala Shibtala Lane, Tiljala Lane and surroundings in Ward No.-65.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,47,254.52.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/44/25-26/U

Name of work : **Repairing of latrine of Uttaran areas at 239, 241 Tiljala Road, Tiljala Lane, 29 Palm Avenue, Broad street and surroundings in Ward No.-65.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,86,106.03.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of completion : **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/64/25-26/U

Name of work : **Improvement of drainage system by construction of PIT, Catch PIT at Swinhoe Lane, R K Chatterjee Road and its surrounding of Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,55,019.07.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of completion : **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/65/25-26/U

Name of work : **Construction of sanitary latrine at Swinhoe Lane, Bose Pukur Road, Dharmatala Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,98,958.04.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/VII/GMBG/12/25-26

Name of work : **Supplying and spreading fresh earth at some block of burial ground no. I, II, III under Borough-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,44,114.86.** Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of completion : **21 days.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/90/25-26/R

Name of work : **Repairing of road by laying hot mix at 44-45 D C Dey Road and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **4,79,914.58.** Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of completion : **60 days.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/91/25-26/R

Name of work : **Maintenance of sewer line at Patrapara (Beside Pond) and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,69,879.95.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of completion : **60 days.**

(16) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/54/25-26/R (2nd Call)

Name of work : **Repairing of footpath by laying paver block at junction of Munshibazar and South Sealdah and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **3,14,850.72.** Earnest Money: ₹ **6,300.00.** Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.01.2026 up to 10.30 a.m.**(for Sl. No. 1 to 16). Tender will be opened on : **29.01.2026 at 10.30 a.m.** (for Sl. No. 1 to 16). The bid forms and other details are available on and from : **13.01.2026 at (6.55 p.m.)**(for Sl. No. 1 to 16). The website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 16). **(1966/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার ২ মাঘ ১৪৩২

বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস

২৮সে জানুয়ারী বিপ্লবী গুরু পুলিন বিহারি দাস মহান বিপ্লবী গুরু পুলিন বিহারি দাসের জন্মতিথিতে স্মরণ দিন। পুলিন বিহারি দাসকে নিয়ে বেশ কিছু এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সারে আরো কিছু তুলে ধরা আজকের এই লেখার উদ্দেশ্য।ওনার জীবনকালকে প্রধানত তিন ভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথম , বিপ্লবী এবং দুর্দান্ত সংঘটন পরিচালনার পথিকৃৎ হিসেবে। দ্বিতীয় , তাঁর রাজনৈতিক জীবন। তৃতীয়, বালক থেকে যুবক তাদের চরিত্রগঠন কল্পে শারীরদর্শন, খেলাধুলা এবং অস্ত্রশিখ্যার বিষয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য। আজকের দিনে আলোচনা ওনার এই তৃতীয় প্রচেষ্টাকে নিয়ে। বর্তমানে যাকিনা ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের দুই গবেষক তিন বছরের অনলস গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে অবনিত হন । ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান সংঘটক বিপ্লবী পুলিন বিহারি দাসের আর এক পরিচয় , তিনি আধুনিক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম অস্ত্রগবেষক , চিন্তক ও ব্যাখ্যাকার। তাঁর অস্ত্রশিখ্যা-বিষয়ক সচিত্র বিবরণী ও নির্দেশিকা শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের অস্ত্রচর্চার ইতিহাসেও অভিনব। জুদো ,কারাতে, কুংফুর জন্মস্থান, জাপান ,ওকিনায়া , চীনের মতো সম্মৃদ্ধ্য অস্ত্রচর্চার অঞ্চলগুলিতেও একাধিক অস্ত্রকৌশল নিয়ে এই ধরণের বিবিরণধর্মী লেখার সংখ্যা নেহাতই বিরল। পৃথিবীর আর পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মতো ঐতিহাসিক বাংলাদেশে, একটি বিশেষ কালে, নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ও সমন্বয়ী দেশীয় অস্ত্রচর্চার যে বিশ্লেষণ ,সূত্রায়ন ও প্রচার ঘটেছিল মূলত এই বাঙালি অস্ত্রবিদের হাত ধরে। কোনো স্থানে কিছু বলতে গেলে পুলিন বাবু শুরু করতেন এই শ্লোক উচ্চারণ করে;- সুস্থ দেহ ধর্ম পূরণের প্রাথমিক মাধ্যম। ওনার লেখায় বারবার জানিয়েছেন শরীর সুস্থ না থাকলে জ্ঞান চর্চা হয়ে না, জ্ঞান বৃদ্ধি তো দূরের কথা , সুস্থ জ্ঞানের অভাবে চরিত্রবলও তৈরী হয়ে না , বিচার বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ হয়ে অহিতকর সমাজের জন্য। বালক ও যুবক দের উনি দেশপ্রেম জাগিয়েছিলেন চার জাগতিক শক্তিকে উন্নত করে। যুদ-মুদ-সুদ-ধী। যুদ - যুদ্ধ ,বলবান (শরীর), মুদ - হর্ষ , প্রীতি (মন),সুদ - উত্তম (বুদ্ধি),ধী - বিচার শক্তি। ফলত প্রকৃত জ্ঞানবল ও চরিত্রবল গঠনে ওনার উপদেশ; প্রাথমিক স্তরে শিখ্যার্থি ও শিক্ষক চয়ন। শিখ্যাগুরু কিরকম হওয়া উচিত ; যাদের সম,দম,নিষ্ঠা আছে। সম - সর্বপ্রকারে মন ও চিত্ত কে সংযত রাখবার শক্তি। দম - বাহ্যেন্দ্রিও ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কে বশীভুত রাখা। নিষ্ঠা - সর্ববিষয়ে , সর্ব কর্ম সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে করবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা। শিখ্যা বা গূঢ় তথ্য সকলকে সেখানো যায় না , প্রয়োজনে বা নিজস্বার্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার দূরপ্রয়োগ হওয়ার কারণে সমাজে বিশেষ দুর্যোগ দেখা যায়। তাই শিখ্যার্থি চয়ন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষ্যার্থী চয়ন কালে পুলিন বাবুর বিশ্লেষণ ; সুধ্বংশ বালক - তরুণ , যারা শীল , শৌর্য,আচার , বিনয়,শক্তি ,মেধা , ধৃতি,বাক -বিশুদ্ধ , কষ্টসহিষ্ণু সম্পন্ন। লোভী ,ধূর্ত ,কৃতঘ্ন ,মন্দবুদ্ধি ,গুরুদ্রোহী ,অবাধ্য ,অমনোযোগী , প্রবঞ্চক, নিয়ম শাসনের অবমাননাকারী কদাচ তাদের অর্জিত জ্ঞান সঠিক পথে সমাজের হিতে প্রয়োগ করতে অক্ষম , তারা সমাজের বিনাশকারী। মনে রাখতে হচ্ছে উনি ভাবছেন আর লিখছেন আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে। আন্দামান জেল থেকে ফেরার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাকে বহুবার কংগ্রেসের স্বচ্ছ সেবক বাহিনীর সর্বময় প্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেন যা তিনি নাকজ করেন। গান্ধীজি তখন এক টেবিলে একা পুলিনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করার প্রস্তাব রাখেন। এই আলোচনা চলে দেশবন্ধুর বাড়িতে তিন দিন ধরে। পুলিনবাবুর মনে হয়ে কোথাও অন্তর্নিহিত শিক্ষার অভাব রয়েছে।

স্যর উইলিয়াম জোন্স

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকলেও তিনি কিন্তু কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাটির সদস্য ছিলেন না। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যা পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরবীয় প্রকাশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এমনকী 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজের প্রকাশে তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৫২ সালে ৩০ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতিতে ডাঃ ই রোয়ের বিদ্যাসাগরের হয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশনার প্রস্তাব দেন। এই নাটকগুলো হল যথাক্রমে- 'বেণী সংহার', 'অনর্য রাঘভ', 'প্রসন্ন রাঘভ', 'নাগানন্দ', 'ললিত মাধব' এবং 'বিদগ্ধ মাধব'। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রস্তাব দিলেন বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামে পুঁথিটি সম্পাদনা করা হোক এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' পুঁথিটি খুবই দুলর্ভ ছিল। বাংলায় মাত্র দুটো পুঁথি পাওয়া যায়। একটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একটি সংস্কৃত কলেজে রয়েছে। পরে বিদ্যাসাগর আরও তিনটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন বেনারস থেকে। ১৮৫৮ সালে 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজে বাইস নম্বর বই হিসাবে স্থান পেল 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'। বিদ্যাসাগরের এশিয়াটিক মস্পর্কে একটি আগ্রহ ছিল। ১৮৪৮ সালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 'হিস্টোরি অব বেঙ্গল' (২য় ভাগ) এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'বাংলার ইতিহাস' নাম দিয়ে। সেখানে তিনি মহামতি স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নাম উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখতে পাই উইলিয়াম জোন্সের নাম। সেখানে লেখা রয়েছে-' সর উইলিয়াম জোন্সের অকাল মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষত বোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে বোধহয় কোনো ব্যক্তিই তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ছিলেন না।' প্রাচ্য চর্চা সম্পর্কে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। তার ফলে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

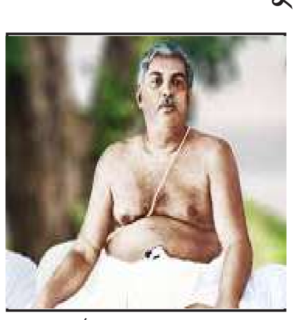

অনুকূল ঠাকুর বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। সৎ সাহস থাকা দরকার। সৎ সাহস থাকতে ভালো কাজ করা যায়। সৎ সাহস থাকলে শক্তি অর্জন করা যায়। মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

াকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন।

'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা সাগর একবার' স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে পৌষ সংক্রান্তির স্নান

রবীন্দ্রকুমার শীল

'সব তীর্থ বারবার গঙ্গা সাগর একবার' এই স্লোগান আজও মুখরিত। ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের দেশ। আবার বাংলা হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। ভারতের বহু নদী প্রবাহিত। গঙ্গা নদীর ওপরে ভারতবাসীরা জীবন জীবিকা নির্ভর করে। গঙ্গা নদী হচ্ছে ভারতের প্রাণ এবং বলা যেতে পারে অন্নদাতা। গঙ্গা নদী আছে বলেই পদ্মা প্রবাহিত। আবার সরস্বতী নদী, কংসাবতী নদী থেকে

শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে যেসব নদ নদী রয়েছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গঙ্গা নদীর সঙ্গে যোগ রয়েছে। গঙ্গা নদীর জল কোনও দিনই শুকায় না। সেই কারণে এই নদীর জল সব সময়ে স্রোতময়ী। গঙ্গা ভারতে কীভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা নিয়ে একটি পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পুরাণ কাহিনী রয়েছে। হিমালয়কে কেন্দ্র করে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের পুরানে তিব্বতে অবস্থিত কৈলাশ এবং মানব সরোবরের কাহিনীও উল্লেখিত। ভারতের দেবদেবীদের নিয়ে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। গঙ্গার জলকে পূত পবিত্র বলা হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে পূরাণ কাহিনী। পুরাণে রয়েছে যে অযোধ্যার রাজা রামের পূর্ব পুরুষ ৯৯ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সফল হয়েছিলেন। প্রতিবার যজ্ঞের ঘোড়াকে পৃথিবীর চারপাশে পাঠিয়ে ছিলেন। সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যে ফিরে এসেছিল। এবারে সাগর রাজা এক হাজার তম যজ্ঞ করার আয়োজন করলেন। যজ্ঞ করে তিনি ঘোড়াকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠালেন। কিন্তু ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখলেন কপিল মুনির কাছে। তখন কপিল মুনি ধ্যান করছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। ঘোড়া ফিরে আসছে না দেখে সাগর রাজা যজ্ঞের ঘোড়ার সন্ধান করতে তাঁর হাজার পুত্রকে পাঠালেন। তারা সর্বত্র ঘুরে ঘোড়া খুঁজতে শুরু করে দিল। কোথাও ঘোড়াতে দেখতে পাচ্ছিল না। অবশেষে তারা কপিল মুনির আশ্রমে এসে যজ্ঞের ঘোড়াতে দেখতে পেল। রাগে রাজপুত্ররা কপিল মুনিকে ঘোড়া চোর বলে কুকথা বলতে শুরু করে। ঋষি যখন চোখ খুললেন তখন তাঁর চোখের আলোতে ভস্ম হয়ে গেল সাগর রাজার পুত্ররা। সাগর রাজা কুপিল মুনির কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পুত্ররা একেবারে নির্দোষ। তারা জানতে পারেনি আপনি ঘোড়া ধরেননি। কিন্তু তারা অপনাকে অপমানিত করে অন্যায় করেছে। আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে ভস্ম থেকে উদ্ধার করুন। কপিল মুনি তখন উপদেশ দিয়ে ছিলেন গঙ্গাকে এই ধরনীতে নিয়ে আসতে পারতেই তবে সাগর রাজার পুত্ররা উদ্ধার পাবে। গঙ্গার জলের স্পর্শ পেলে তারা জীবন ফিরে পাবে। ভস্মের ওপরে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেই তারা জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু গঙ্গাকে আনবে কে? কার সেই রকম শক্তি রয়েছে? গঙ্গা এই ধরনীতে নিয়ে আসলে প্রবল স্রোত শুরু হবে। তার স্রোতে সবার জীবন বিপন্ন হতেপারে। তারপরে রাজা ভগীরথ রাজ্য ত্যাগ করে এক হাজার বছর ধরে ধ্যান করেছিলেন। কঠোর তপস্যার ফলে গঙ্গা ধরনীতে উপস্থিত হওয়ার বাসনা করলেন। ব্রহ্মা ভগীরথের ইচ্ছা পূরণ করলেন। তারপরে গঙ্গাকে ধারন করতে শিবের দ্বারস্থ হলেন গঙ্গার শক্তিশালী প্রবাহকে ধারন করার অনুরোধ নিয়ে। শিব তাতে রাজি হলেন। শিবের তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন ভগীরথ। শিবকে সন্তুষ্ট করে তিনি তাকে রাজি করান। শিব তাঁর মাথার চুলের জটের মধ্যে গঙ্গাকে ধারন করে প্রবাহকে রুখে দিয়েছিলেন। তার ফলে গঙ্গা একেবারে শান্ত হয়ে সমতল ভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং সাগর সাগর এক হাজার পুত্র জীবন ফিরে পেল।

রামায়নে গঙ্গার কথা উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গার শোভা দেখে রামের স্ত্রী সীতা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে সীতা যখন বনবাসে ছিলেন তখনও সীতা গঙ্গার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে জীবনের দুঃখের কথা ভুলে থাকতেন। তিনি গঙ্গাকে মা বলে ভাবতেন। তিনি মনে করতেন গঙ্গা সবার মায়ের রূপ ধারন করে এই ধরনীতে প্রবাহিত হয়েছেন। মহাভারতে গঙ্গা পুত্র ভীষ্মের কথার উল্লেখ পাই। ভীষ্ম ছিলেন গঙ্গার পুত্র। তিনি গঙ্গা পুত্র বলেই খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হস্তিনাপুরকে রক্ষা করতে আজীবন অবিবাহিত থাকবেন। তিনি জীবন থাকতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করবেন। তবে উপযুক্ত রাজার হাতে তিনি হস্তিনাপুর দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। গঙ্গাকে নিয়ে বহু ইতিহাস রয়েছে। গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে পুতপবিত্র জল। গঙ্গার জল না পেলে কেউ শুদ্ধ হয় না। যজ্ঞ থেকে শুরু করে ভারতের দেব দেবীর পুজায় গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজন। গঙ্গার জল ছাড়া দেব দেবীর পুজা একেবারে অসমাপ্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব দেব দেবীর পুজো হয়ে থাকে সেখানে গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। গঙ্গার জল না হলে কিন্তু পুজো করা যায় না। ভারতের দুটি মেলা খুবই বিখ্যাত। এই দুটি মেলা হল কুম্ভ মেলা এবং তারপরে রয়েছে গঙ্গা সাগর মেলা। কুম্ভ মেলা বসে উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতের প্রয়াগ বা এলাহাবাদে এই কুম্ভ মেলা বসতে দেখা যায়। আবার গঙ্গা সাগর মেলা প্রতি বছরই একবার করে গঙ্গা সাগর মিলন স্থলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গা সাগরে পূণ্য স্নান হয়ে থাকে। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে ভারতের দুটি জাতীয় মেলা একটি হচ্ছে কুম্ভ মেলা এবং আর একটি হচ্ছে গঙ্গা সাগর মেলা। তবে কবে থেকে এই মেলা শুরু হয়েছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মের আগমনের শুরু থেকেই এই কুম্ভ মেলা এবং গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা। তখন ছিল ভারতে মুনি ঋষিদের যুগ। তখন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার এই সব মুনি ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। তারা রাজার সন্তানদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে থাকেন। কীভাবে রাজসভা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রজা পালন করতে হবে তার শিক্ষা দান করতেন এই মুনি ঋষিরা। তার পরে রয়েছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং ধ্যান করা। ধ্যান করে ঈশ্বরের সাধনা করতেন মুনি ঋষিরা। তারা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেবশক্তি অর্জন করতেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রকৃতি পুজো করতেন এবং যজ্ঞ করে উপাস্য দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করতেন। সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল কুম্ভ মেলা এবং সাগর মেলা। আবার বলা হয়ে থাকে যে গঙ্গা হচ্ছে একজন নারী। সাগর হচ্ছে একজন পুরুষ। গঙ্গা নারী হওয়ার ফলে আর সাগর পুরুষ হওয়ার ফলে তারা মিলিত হয়ে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে। এটা কিন্তু একেবারে প্রাকৃতিক মিলন বলা যেতে পারে।

সাগরের সঙ্গে গঙ্গা মিলিত না হলে একটি সময়ে গঙ্গা একেবারে শুকিয়ে যেত। কিন্তু কে বা কারা গঙ্গার সঙ্গে সাগরের মিলন ঘটালেন তার কোনও সূত্র পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। তবে পুরাণ এই মিলনকে সমর্থন দিয়েছে। তারা বলেছে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা সাগরের মিলন ঘটান। নাহলে গঙ্গা চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত। ভারতীয় সভ্যতার গঙ্গার অসীম দান রয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে গঙ্গার যুক্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সভ্যতা অগ্রসর হতে শুরু করেছে গঙ্গা তার অন্যতম সাক্ষী বলা যেতে পারে। সেই কারণে গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বর স্বরূপ। গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গারতি এবং গঙ্গা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। আজও বেনারস থেকে শুরু করে হরিদ্বার সন্ধ্যারতির আয়োজন রয়েছে। তবে এখন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে শুরু হয়েছে গঙ্গারতির ব্যবস্থা। গঙ্গা পুজোর রীতি রয়েছে। রামায়ণে রাবন রামের দুর্গা পুজোর পুরোহিত ছিলেন। রাবণ জানতেন রাম তাকে হত্যা করতে এসেছে। তিনি দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু তবুও রাবণ দুর্গা পুজো করতে একবার না করেন নি। রাম তাকে পুজোর করার জন্য আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন। রাবণ তা গ্রহণ করেন এবং রামের দুর্গা পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। সেই পুজো করা হয়েছিল গঙ্গার জল নিয়ে। তপোবনের পাশ দিয়ে গঙ্গার পবিত্র জল বইতে ছিল। সেই জল নিয়ে এসে রাবণ দুর্গা পুজো সমাপ্ত করেছিলেন। তারপরে আমরা জানি যে রাবণকে হত্যা করেন রামচন্দ্র। সুতরাং হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে গঙ্গা একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। গঙ্গাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ একেবারে অসম্ভব সেটা পরিস্কার। সেই কারণে বারবার আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে গঙ্গা সাগর মেলাকে জাতীয় মেলায় পরিণত করতে হবে। গঙ্গা সাগরে যেতে গেলে এখনও মুড়ি গঙ্গা পার হয়ে হয়। সেই কারণে বর্তমান প্রশাসন থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে যে আগামি দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে মুড়ি গঙ্গার ওপরে সেতু নির্মাণ করার। সেই সেতু নির্মাণ করতে প্রায় কোটির টাকার মতো খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সেতু নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারতীয় ফুটবলে থ্রী মস্কেটিয়ার্স - বলরাম, পিকে ও চুনী

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতীয় ফুটবল জগতে থ্রি মস্কেটিয়ার্স- বলরাম, পিকে এবং চুনী। এদের সবাই কিন্তু আজকে ইহজগতে নেই। সবাই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কীর্তির কথা ফুটবল জগতে ইতিহাসে সোনার পাতায় লেখা রয়েছে। আজও চায়ের দোকানে বা ক্লাব ময়দানে বসে অধিকাংশ লোকেরা বলরাম, পিকে এবং চুনীর ফুটবল ক্রীড়া কৌশলের কথা আলোচনা হতে থাকে। পিকে ব্যানার্জি চলে যাওয়ার পর চুনী গোস্বামী চলে গেলেন। তারপরে শেষ ফুটবল মস্কেটিয়া তুলসীদাস বলরাম চলে গেলে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে। ফুটবল জগত এবারে অভিভাবক শূন্যে পরিণত হল বলা যেতে পারে। ভারতীয় ফুটবলের দ্রোণাচার্য সৈয়দ আব্দল করিমের চোখ গিয়ে পড়েছিল বলরামের ওপরে। তখন বলরাম রাজ্যের হয়ে সাধারণ টুর্নামেন্ট খেলতেন। হায়দ্রাবাদ ফুটবল দলের কর্তা ছিলেন করিম সাহেব। এবারে তিনি নিজ হাতে গড়ে পিঠে খেলোয়াড় তৈরি করতে শুরু করলেন বলরামকে। তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন আগামি দিনে ভারতে হয়ে ফুটবলে আগুন জ্বালাতে অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই আগুনকে জ্বালিয়ে দিয়ে অলিম্পিক ঘরে নিয়ে আসার একটি সুপ্ত বাসনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল করিমের। তার ফলে ভারত রোম অলিম্পিকে অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছিলেন বলরাম। তিনি ১৯৬০ সালে ডুরান্ড কাপ জিতে সোনার বুট পেয়েছিলেন। তখন ফুটবল জগতে তখন স্বজনপোষন একেবারে ছিল না। বলতে গেলে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় না হতে পারলে একেবারে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। কারোর আবেদন নিবেদন কোনও কাজ হতো না। ভারতীয় দল তখন একেবারে ইস্পাতের মতো মজবুত বলা যেতে পারে। পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী এবং তুলসীদাস বলরাম বলতে গেলে একটি জোট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন ভারতের ফুটবল জগত এই তিনজনকে বলাতো- থ্রি মস্কেটিয়ার্স। সেকেন্দ্রবাদের আম্মুগুডা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেনল বলরাম। তাঁর জন্মদিন ছিল ৪ অটোবার ১৯৩৬ সাল। জার্সি কেনার টাকা তাঁর ছিল না। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তার মধ্যে ফুটবলকে ভালোবেসে প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরে হায়দ্রাবাদে নিচের ডিভিশনের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি ফুটবল কোচ করিমের নজরে পড়ে যান। তারপর থেকেই তাঁর জীবনের ইতিহাস ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। করিমের কাছে তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন ভলো ফুটবল খেলা উপাহর দেবেন। মেলবোর্ন অলিম্পিকে ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলরাম। সেখানে ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করে। তারপরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য ডাক পেয়েছিলেন। প্রথমে এই ক্লাবে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে মত ঠিক করতে পারেননি। তিনি হায়দ্রাবাদ পুলিশের হয়ে খেলা খেলতে শুরু করলেন। তারপরে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দলের হয়ে ফুটবল খেলতে তার খেলার গণ্ডিটা ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। সেই কারণে বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে খেলার কথা চিন্তা করে তিনি কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলতে কলকাতায় চলে আসেন। তখন কলকাতার ফুটবল জগত ভারত সেরা বলা যেতে পারে। আজকে সেই স্থান দখল করে নিয়েছে গোয়া। ১৯৫৭ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলে টানা ১০৪ গোল করেছিলেন। আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করেছিলেন দুইবার। ১৯৫৮, ১৯৫৯ এবং ১৯৬২ সালে বাংলার হয়ে সন্তাষ ট্রফি জয় করেছিলেন। তখন তিনি দলের অধিনায়ক। ফুটবল জগতে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গিয়েছিলেন বলরাম। তাঁর কথা বলতে গিয়ে বহু খেলোয়াড়রা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তার মধ্যে রয়েছেন সুকুমার সমাজপতি। তিনি বলেছেন, ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সে যেমন ভালো ছিল ঠিক তেমনি মানুষ হিসাবে সে ছিল একেবারে ভদ্রলোক। তার ব্যবহারের মধ্যে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা আচরণ দেখতে পাওয়া যায়নি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার ফেলোয়াড় ছিলেন তিনি। মাথা গরম করে কোনও দিন তাঁকে মাঠে খেলতে দেখা যায়নি। কিন্তু তার ফুটবল জগত দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্লুরিসিতে ভুগতে শুরু করে দিয়েছিলেন। চিকিৎসা শুরু হলেও চিকিৎসকেরা তাকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে ফুটবল খেলা ত্যাগ করতে হবে বাঁচতে গেলে। তাই তিনি করেছিলেন। ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে ছিলেন। কিন্তু ৮৬ বছরে থেমে গেল তাঁর জীবন রথ।এই সব বিখ্যাত ফুটবল প্রেমী খেলোয়াড়েরা কলকাতা থেকে বিদায় গ্রহণ করতেই কলকাতা ময়দান ফুটবলকে ত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছে। ফুটবলের পরিবর্তে এখন ক্রিকেট মাথা চাড়া দিয়েছে। কলকাতাকে এক সময়ে বলা হতো ফুটবলের পীঠস্থান। সেই পীঠস্থানচা এখন কেড়ে নিতে চলেচে গোয়া। গোয়া ফুটবল এগিয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাব এক সময়ে ফুটবল খেলায় এগিয়ে ছিল। তারা এখন আবার হকিতেও পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। বাংলার পর ফুটবলে পাঞ্জাব ছিল। সেই স্থান এখন তাদের নেই।

পৌষ মাস আসলে পিঠে-পুলির কথন

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম শীতের মধ্য বেলায় পৌষ সংক্রান্তি। এই দিনটি কে হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী শুভ মনে করা হয়। এই দিনে সাগর সঙ্গমে পূণ্য স্নানে পূণ্য মেলে,কথিত আছে সব সাগর বার বার গঙ্গা সাগর একবার। তখন অবশ্য দুর্গম ছিল ঘন জঙ্গল এর মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, তাই সাংসারিক জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য মেটার পর গঙ্গা সাগর পুন্য স্নানে যেতেন তখনকার মানুষ। সেখানে মানত রাখতে কোলের শিশু বলি দেওয়া হতো, সেই সাগরে নিক্ষেপ করে। এই দিন থেকে সূর্য দেবতার গতিপথ পরিবর্তন করেন। এর মাঝেই শীতের খেজুর গুড় নারকেল চালের গুঁড়া দিয়ে সে সময় গৃহিণী রা দক্ষ হাতে নতুন উনুন চালের গুঁড়া দিয়ে আলপনা আর সিঁদুর এর ফোঁটা দিয়ে, বানিয়ে ফেলতেন নানা পিঠে পুলি, তা ঠাকুরকে মূলতঃ অগ্নিদেবকে সূর্যদেব ও পরে গৃহ দেবতাকে নিবেদন করে বাড়ির সদস্যেরা গ্রহণ করতেন। কি নেই সেই রসনায় - পায়েসের মধ্যে - চুষির পায়েস,কাওনের চালের পায়েস,রাঙা আলুর পায়েস,সুজির পায়েস। পিঠের মধ্যে -পাটি সাপটা, গোকুল পিঠে, মুগ সামলী,চিতই - দুধ চিতই,মন চিতই,ভাজা চিতই। ঝেঝি,মুগের পুলি,রস বড়া,দুধ পুলি, মুগের বরফি, টাটকা, বুটের কুলুই, আসকে,গঙ্গাজলী সহ একাধিক পিঠে তৈরি করা হতো সে সময়, মূল উপাদান চালের গুঁড়া ময়দা ঘি নারকেল কোরা এলাচ ক্ষীর দুধ গুড়। তবে এসময় কুমিল্লা চানপুর এর পোদ্দার পরিবারের একটি দুর্ঘটনা ঘটায় এই দিনে পিঠে তৈরি বন্ধ, বা অশুভ মনে করা হয়। আগের দিন বা পরের দিন তৈরি করা যেতে পারে, পারিবারিক সূত্রে এই বংশের জাতিকা, সেই রীতির দোসর। একদা আমার বড়মা ওরফে বাবাই এর ঠাকুরমা শ্রী মতি নীরদা সুন্দরী দেবী এক প্রকার জোর করে পিঠে পায়েস তৈরি করলেও সে পিঠে রান্নাঘর থেকে চুরি হয়ে যায় অজ্ঞাত ভাবেই, দালানকোঠা চারদিকে ঘেরা বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের এমন ঘটনা বিরল। তবে এই দিনে বাড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হয় বাস্তু পুজো। এটি মূলতঃ বাস্তুদেব ও সূর্য পুজো, বাড়িতে উঠোনে এই

পুজোর করার রীতি। কাঠের উনুন এ পিতলের হাঁড়িতে দুধ গুড় গোবিন্দ ভোগ চাল দিয়ে চরু বসান ঠাকুর মশাই, এই ভোগ একমাত্র ব্রাক্ষণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। তারপর কলা পাতাতে ও পাথরের বাটি থালাতে তা বাস্তুদেব কে নিবেদন করা হয়। উঠানে জিয়লের ডাল পুঁতে তার সামনে নৈবেদ্য ও চরুর পায়েস ভোগ নিবেদন করা হয়,এক পাঁচ আট নৈবেদ্য থালা, সাথে গুড় ও তিল পাটালি অবশ্যই নিবেদন করতে হয় । পুজোতে অঞ্জলী নিষিদ্ধ, পুজোর পর ওই কলাপাতা চরুর পায়েস ভোগ উঠোনে হেসো দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় সেই ভোগ বাস্তুদেবের উদ্দেশ্যে।এই পৌষে হয় পূর্ণিমা ব্রত, পৌষের পূর্ণিমা তিথিতে উঠানে পুকুর খনন করে মাটি দিয়ে চারদিকে ঘিরে তার মধ্যে গঙ্গা জল দুধ দিয়ে পুকুর করে সিঁদুর ধান দূর্বা কাঁচা হলুদ দেওয়া হয়। পাশে কুলোতে ধান বোঝাই করে তার ওপর চারটে ছোট কলসি ভরা গোবিন্দ ভোগ চাল কড়ি দিয়ে বসানো হয়, সাথে ধান দূর্বা কাঁচা লংকা,মঙ্গল ঘট বসিয়ে ব্রত কথা পরা হয় চাঁদ উঠলে, এই ব্রতের উপাচার চাল জল - গোবিন্দ ভোগ চাল নতুন আদা নারকেল কোরা বাটা,গুড়, কাঁচা দুধ দিয়ে চালজল তৈরি করা হয়। সাথে কাওনের চালের পায়েস ও নিবেদন করা হয় মা লক্ষী বা পূর্ণিমা ব্রতের দেবীকে। পৌষ সংক্রান্তির অন্য অনুভূতি বর্ধমান শহরের আকাশে বাতাসে ওড়ে ঘুরির মেলা,সারা আকাশ জুড়ে ভো কাট্টা শব্দ। সেই সাথে দামোদর নদের তীরে বসে সাঁওতাল অধিবাসীদের মেলা , সারাদিন হাড়িয়া তাল পাতারসেপাই, খেজুরের রস সহ নানা রকমের হাতের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রী হয়,আশে পাশে গ্রাম থেকে মেলায় আসে সবাই, নদীর পাড়ে বসে চড়ুইভাতি । অপরদিকে এই দিনে চলমান জগন্নাথ মহাপ্রভুকে নানা পিঠে পুলি তৈরি করে নিবেদন করা হয় সাথে থাকে তিল পাটালি। এই দুই পক্ষান্তরে তিন অঞ্চলের সংস্কৃতির পৌষ সংক্রান্তির আবহ ধরা দিল আজকের চালচিত্র। পৌষ পার্বনের গন্ধের মধ্যে রয়েছে একটি মাদকতা। সেই মাদকতায় মধ্যে দিয়ে গোটা গ্রাম বাংলা মেতে ওঠে। পৌষ পার্বন ভারতের সর্বত্র পাতিলত হয়। তবে বিভিন্ন রীতিনীতিতে।

অগ্নিযুগ

১৯০৭ সালে ৮ জুন আবার ইংরেজ সরকার সতর্ক বার্তা পাঠালো 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে। ৩০ জুলাই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিটেন্ডেট মিস্টার ইলিস ১২, নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়াবের (রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি) ২-১ ক্রীক রো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘর তল্লাশির কাজ শুরু করলেন। সেখান থেকে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিল পুলিশ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। ১৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আবার কিছু অফিসার এসে উপস্থিত হল। তারা হেমচন্দ্র বাগচীকে গ্রেফতার নোটিশ দিয়ে বলেন, অরবিন্দকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। অপরাধ, অরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকায় "Politics for the Indians" ২৭ জুন শহর সংস্করণে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করা হয় ২৬ জুলাই। সিদ্ধান্ত হয় অরবিন্দ ধরা দেবেন। তাঁকে পদ্মপুকুর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই সময়ে 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং হেমেন্দ্র মোহন বোস অরবিন্দের হয়ে জামিন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত তা অগ্রাহ্য করলো। পরে বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বোস এবং নীরোদচন্দ্র মল্লিক রাজা (সুবোধ মল্লিকের কাকা) অরবিন্দকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কালে অরবিন্দ মুক্ত হন। "Police, in course of their search, could not found any documentary evidence against Aurobindo. But there was a press copy of a reply to a letter in the file Bande Mataram office stating that " after the return of our Editor Aurobindo Ghose, who is now out of Calcutta, we shall reply to your letter" finding the same...'

ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স ২০২৬ একতারা মুক্ত মঞ্চ ও চন্দননগরে

বিশেষ প্রতিবেদক

গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ কলকাতা নন্দন -৪ প্রেক্ষাগৃহে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে। সেখানে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত থেকে ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স ২০২৬ এর অনুষ্ঠান সূচি এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পণ্ডিত দেবজ্যোতি মজুমদার, তন্ময় বোস, বাসুদেব ঘোষ এবং কৌস্তব তরফদার।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির আয়োজনে সংগীতপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসব, ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স ২০২৬ আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণের একতারা মুক্ত মঞ্চে। এবারে ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্সে পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট (মোহনবীণা) ও ওস্তাদ আমান আলি বাঙ্গাশ (সরোদ) শিল্পীদের পাশাপাশি উদীয়মান তরুণশিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করবেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে বিশিষ্ঠ শিল্পী যেমন -পণ্ডিত রোনু মজুমদার (বাঁশি), পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার (সরোদ), পণ্ডিত সঞ্জয় মুখো পাধ্যায় (তবলা), পণ্ডিত যোগেশ সামসি (তবলা), কবীর সুমন (খেয়াল), পণ্ডিত শুভেন চট্টো পাধ্যায় (তবলা) ও সঞ্জয় ব্যানার্জি (কণ্ঠ) অংশ গ্রহণ করবেন। প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন আর্শাদ আলি খান (কণ্ঠ), ঈশান ঘোষ (তবলা), সমন্বয় সরকার (সেতার), দেবর্ষি ভট্টাচার্য (কণ্ঠ) সহ আরও অনেকে। এছাড়া ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি চন্দননগরে আয়োজিত হবে ডিস্ট্রিক্ট ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স। সেখানে অংশ গ্রহণ করবেন পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী (তবলা), উস্তাদ আমান আলি বাঙ্গাশ (সরোদ), পণ্ডিত রোনু মজুমদার (বাঁশি), পণ্ডিত দেব জ্যোতি বোস (সরোদ), পণ্ডিত যোগেশ সামসি (তবলা) ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীরা।

ফরাক্কা বিডিও অফিসে হামলা, গ্রেপ্তার ৪! বিরোধীদের দায়ী করলেন তৃণমূল বিধায়ক

মিঠুন হালদার, ফরাক্কা, ১৫ জানুয়ারি ঃ ফরাক্কা বিডিও অফিসে বুধবার এসআইআর-এর শুনানি পর্বে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম আলিম শেখ, ইমদাদুল শেখ, রঞ্জিত চৌধুরী এবং পবিত্রদয় মন্ডল। ধৃত ব্যক্তিদের বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝাড়খন্ড থেকে তারিকুল ইসলাম নামে আরও এক যুবককে আটক করা হয়েছে। বুধবার বিডিও অফিসে ভাঙচুরের ঘটনার পর কোনওরকম অনভিপ্রেত ঘটনা এড়ানোর জন্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিডিও অফিস চত্বরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ আধিকারিকদেরকে নিয়ে বিডিও অফিস চত্বর ঘুরে দেখেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক গদ্দাম সুধীর কুমার রেড্ডি। বৃহস্পতিবার নতুন করে ফরাক্কা বিডিও অফিসে আর কোনও ঘটনা না ঘটলেও দুপুর দুটোর আগে পর্যন্ত সেখানে এসআইআর পর্বের কোনও শুনানি শুরু করা যায়নি বলেই প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। বিডিও অফিস সূত্রে জানা গেছে, এসআইআর- এর শুনানি পর্বে ফরাক্কা ব্লকের প্রায় ৭২ হাজার মানুষের কাছে নোটিশ পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে বহু মানুষ নিজেদের নথি জমা দিয়েছেন এবং অংশ নিয়েছেন শুনানি পর্বে। কিন্তু বুধবারের ঘটনার পর ফরাক্কা ব্লকের কোনও মাইক্রোঅবজার্ভার বৃহস্পতিবার দীর্ঘক্ষণ কাজে যোগদান দেননি বলেই জানা গেছে। মাইক্রোঅবজার্ভারদের অনুপস্থিতে শুনানির কোনওরকম কাজ করা যাবে না, জাতীয় নির্বাচনের কমিশনের এই নির্দেশিকা থাকায় বৃহস্পতিবার ফরাক্কা ব্লকে এসআইআর শুনানি পর্ব ব্যাহত হয়েছে বলেই জানা গেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বুধবার ফরাক্কা ব্লকের প্রায় সমস্ত বিএলও নিজেদের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। সূত্রের খবর, নিরাপত্তার অভাবের কারণে বৃহস্পতিবার নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন মাইক্রো অবজার্ভাররাও। অন্যদিকে হঠাৎ করে মাইক্রো অবজার্ভাররা কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েন বৃহস্পতিবার ফরাক্কা বিডিও অফিসে শুনানির জন্য হাজির হওয়া প্রচুর মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, বুধবারের ঘটনার জন্য মাঝপথে শুনানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা বৃহস্পতিবার শুনানিতে হাজিরা দিতে এসেছেন। কিন্তু সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও দীর্ঘক্ষণ কোনও কাজ হচ্ছিলো না।

হাওড়া - বারমের - হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস মহেন্দ্রগড় স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভাবে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার্থে, ১২৩২৩/১২৩২৪ হাওড়া - বারমের - হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস মহেন্দ্রগড় স্টেশনে পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নরূপে থামবেঃ-

ট্রেন নং. ও নাম	মহেন্দ্রগড়-এ সময়সূচী		যে তারিখ থেকে থামবে
	পৌঃ	ছাঃ	
১২৩২৩ হাওড়া - বারমের সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	১৮.০০	১৮.০২	২১.০১.২০২৬
১২৩২৪ বারমের - হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর]	০৪.২৮	০৪.৩০	২২.০১.২০২৬

উপরে উল্লিখিত ট্রেনগুলির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT

P.O: BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No-15/SGP/NIT/15 th CFC/2025-26, Date: 14/01/2026

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 2(Two) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **23.01.2026 at 12.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **27.01.2026 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit **website: https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

Office of the JHIKIRA GRAM PANCHAYAT

Vill–Jhikira, P.O–Jhikira, P.S–Joypur, Dist–Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/16, (2) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/17 (3) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/18, & (4) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/19

The Prodhan, JHIKIRA GRAM PANCHAYAT, JHIKIRA, JOYPUR, HOWRAH invites e-tender for the 4(Four) Nos. different works. Bid Submission closing date (online) **23/01/2026 at 5:30 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals **27/01/2026 at 12:00 P.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
JHIKIRA GRAM PANCHAYAT

দামোদরে পুণ্যস্নান ও অস্থি বিসর্জন, জামালপুরে লক্ষাধিক আদিবাসী মানুষের সমাগম

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি ঃ আম বাঙালি হিন্দু সমাজের কাছে

যেমন মা গঙ্গার পবিত্রতা ও ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম, ঠিক তেমনই আদিবাসী সমাজের কাছে একই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা বহন করে দামোদর নদ। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মাঘ মাসের প্রথম দিনে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পুলমাথা সংলগ্ন দামোদর নদের তেলকুপি ঘাটে আদিবাসী সমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো পুণ্যস্নান, অস্থি বিসর্জন ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ অনুষ্ঠান। এই পবিত্র তিথিতে দামোদরের তীরে লক্ষাধিক আদিবাসী মানুষের সমাগম ঘটে। বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এসে এই পুণ্যস্নানে অংশ নেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঘাট সংলগ্ন এলাকায় বসে এক বিশাল মেলা, যা উৎসবের আবহকে আরও রঙিন করে তোলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লকের বিডিও পার্থসারথি দে, জয়েন্ট বিডিও অরিন্দম চন্দ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন মাজি বাবারাও উপস্থিত থেকে ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করেন। লক্ষাধিক মানুষের সমাগমকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার জন্য নেওয়া হয়েছিল আঁটোসাঁটো পুলিশি ব্যবস্থা। একাধিক স্থানে গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও জামালপুর থানার পুলিশ। মকর সংক্রান্তির এই পুণ্যস্নান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে আবারও প্রমাণ করল দামোদর নদের অনন্য গুরুত্ব।

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS

St. George's Gate Road, Kolkata - 700021

Abridged N.I.eT No : **HRBC/JPM(QC)(SC)/NIeT/04/25-26**

Online bids are invited by J.P.M(QC), HRBC for Two number works related to Painting of Parapet walls of AJC Bose Road Flyover . SL No (1)For East Bound (Tender Id No : 2026_HRBC_988882_1) & SL No (2) For West Bound (Tender ID No: 2026_HRBC_988882_2. Bid Submission starting time will be on 16.01.2026 at 10:00 a.m. . Last date of submission of bids (Online) will be on 31.01.2026 at 11:00 a.m.. Other details may be viewed from the websites **http://etender.wb.nic.in** & **www.hrbc.org.in**

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice

Notice No:- 219/HD-HC/HCM **Date: 15/01/2026**

Sealed Tenders are invited for sales of plastic waste, metal scrap, recyclable waste on daily basis which are stacked at Sukanta Nagar Dumping Ground of this Municipality. Tender will be received **up to 24/01/26, at 2 p.m.** in the tender box which will be kept in the Health Department of this Municipality.

Detailed you may see in the office notice board & the website of this Municipality **www.hcm.net.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

শিশু মৃত্যু, হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৫ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল কল্যাণীর এইমস হাসপাতাল। নদীয়া জেলার কল্যাণী বিধানসভার অন্তর্গত এই হাসপাতালটিতে চিকিৎসার গাফিলতির কারণে ছয় মাসের শিশুকন্যা ঋদ্বিতা মুখার্জীর মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ ওঠে। মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল চত্তরে এসে প্রতিবাদ শুরু করেন এবং পরিস্থিতি দ্রুত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, কাঁচরাপাড়া পুরসভার নবীনপল্লি এলাকার বাসিন্দা দুরন্ত মুখার্জী মঙ্গলবার দুপুরে জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং ঠান্ডা লাগার সমস্যায় শিশুকে ভর্তি করেন কল্যাণী এইমস হাসপাতালে। বুধবার রাত পর্যন্ত শিশুর অবস্থার উন্নতি থাকলেও বৃহস্পতিবার সকালেই হাসপাতাল থেকে পরিবারের সদস্যদের ফোন করা হয়, যেখানে জানানো হয়, শিশুটি মারা গেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সঠিক চিকিৎসার জন্য যা যা প্রয়োজন, এইমসের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা সেগুলো কিছুই করেনি। বারংবার চিকিৎসকদের বলা হলেও তাঁরা বিষয়টির দিকে নজর দেননি। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন চিকিৎসক এবং হাসপাতালে কর্তব্যরত সিকিউরিটি আধিকারিকরা। ওই শিশুর চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুকন্যার। মৃত শিশুর পরিবারের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের পক্ষ থেকে ফোনে জানানো হয় ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বা চিকিৎসকদের সঙ্গে বারংবার কথা বলতে চাইলেও পরিবারের সদস্যদের কথা বলতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

Office of the Khalna Gram Panchayat

Vill-Khalna, Po-Khalna, Ps-Joypur, Dist – Howrah, Pin-711413

(1) e-NIT-KGP-15thCFC-2025-26-SL 22-27, (2) e-NIT-KGP-15thCFC-2025-26-SL 14-21

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced Contractors for total 27 (Twentyseven) Nos. different works. Bid Submission closing (Online) **27.01.2026 at 11-00 A.M.** Bid Opening date for Technical Proposals(Online) **29-01-2026 at 11-00 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Khalna Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender No:-06/BGP/2025-26, Dated-15/01/2026. The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the 6(Six) different works at different places. Document download/sell date from **16/01/2026 from 18.00 hrs. up to 23/01/2026 up to 09.00 a.m**. Bid submission starting from **16.01.2026 from 18.00 a.m. up to 23.01.2026 up to 10.00 a.m**. Bid Opening Date **26.01.2026 at 1.00 p.m.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী প্রশান্ত চাকী, পিতা- জীবন চাকী, সাং- উত্তর ঝাঁপড়দহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া -৭১১৪০৫। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-১৮২ /১৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- পার্ব্বতীপুর, জে.এল. ০৮, এল.আর, ২৩৮, ৪২৬, ৫০১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১২১৭/ এল.আর ১২২৩ নং দাগে ৩.৬৬ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৪৭/ ১৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা দুলাল মন্ডল দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার মিলন লাহা - এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএল, এ্যান্ড এল.আরও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/069(e)/2025-26
Date: 18/12/2025
Tender ID no.:
1. 2025_MAD_5003681_1 (SL-01)
2.2025_MAD_5003681_2 (SL-02)
3.2025_MAD_5003681_3 (SL-03)
4.2025_MAD_5003681_4 (SL-04)
5.2025_MAD_5003681_5 (SL-05)
6.2025_MAD_5003681_6 (SL-06)
7.2025_MAD_5003681_7 (SL-07)
9. 2025_MAD_5003681_9 (SL-09)
10. 2025_MAD_5003681_10 (SL-10)
11. 2025_MAD_5003681_11 (SL-11)
12. 2025_MAD_5003681_12 (SL-12)
13. 2025_MAD_5003681_13 (SL-13)
14. 2025_MAD_5003681_14 (SL-14)
15. 2025_MAD_5003681_15 (SL-15)
16. 2025_MAD_5003681_16(SL-16)
17. 2025_MAD_5003681_17 (SL-17)

The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 27-01-2026** in place of **14-01-2026**. Date Corrigendum published. For Details: **tenders.wb.gov.in**

Sd/- Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

Raghunathpur Gram Panchayat

(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com

Memo No.*/RGP/2026** **Dated:-14/01/2026**

Raghunathpur Gram Panchayat

NIT NO:-009/RGP/2025-26 Date:-14/01/2026
Tender ID :- 2026_ ZPHD_988382__ 1 TO 2026_ ZPHD_988382__ 3
Bid submission end date:-28/01/2026 1:00PM
Bid opening date:-30/01/2026 1:00PM

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-জেএএন-৬

ক্রমিক নং, লট নং. এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-টিডব্লু-২৯৪-২৫-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), জৌগ্রাম-III **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-টিডব্লু-১২৪-২৬-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), জৌগ্রাম **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিটিআরএইচ-টিডব্লু-১২৭-২৬-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ভাতার **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-টিডব্লু-১২৮-২৬-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বলগোনা **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-আরডব্লু-২৯৭-২৬-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), অগ্রদ্বীপ **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-আরডব্লু-৫০-২৬-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), পাকুড়। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। HWH-539/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DURKU GRAM PANCHAYAT

Vill. & P.O.:-Durku, P.S.: Tamna, Dist.-PURULIA(W.B), Pin.-723102
E-mail: gp.durku@gmail.com

NIeT No:-WBPUR/DGP/NIeT-03/25-26, Date: 13/01/2026

For the Durku Gram Panchayat, Purulia-I Dev. Block Purulia, invites tender through E-tendering for total 5(Five) Nos. similar nature of work(s). Last date of submission of Bid(Online): **22/01/2026 at 11:00 A.M.** Bid Opening Date for Technical Proposals(Online): **24/01/2026 at 11:05 AM.** For more details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Durku Gram Panchayat

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড শাখা
১০৫, ডি.সি. ডে রোড, চৌরঙ্গী, কলকাতা- ৭০০০১৫

তারিখঃ০৯ ।০১।২০২৬

প্রতি,
প্রিয়াঙ্কা দেবী
স্বামীঃভিকি কুমার রাম, ১০৮ই তিলজলা রোড, গোবিন্দ খটিক রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬

বিষয়ঃ দখল নোটিশ

অনুগ্রহ করে আমাদের ২৩।১২।২০২৫ তারিখের **রিকল নোটিশটি** দেখুন, যার মাধ্যমে আমরা আপনাকে ০২।০১।২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **১,৫৮,১৬৬.৯৮ টাকা** এবং তার সাথে **বার্ষিক ৯.৮৫ শতাংশ** হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং ব্যাংকের সমস্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয় ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

২. আমরা দু ঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের উপরোক্ত নোটিশ এবং বারবার অনুরোধ ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, আপনি আজ পর্যন্ত উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন।

৩. উপরোক্ত নোটিশগুলির মাধ্যমে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম ১৫।১২।২০২৩ তারিখের ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তির প্রতি, যা আপনি ব্যাংকের পক্ষে সম্পাদন করেছিলেন এবং যার মাধ্যমে আপনি **২ চাকার যান - রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক ৩৫০ (ডার্ক ব্ল্যাক) (যানবাহনস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)** ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক রেখেছিলেন।

৪. উক্ত ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে ব্যাংক উপরোক্ত যানবাহন / চলতি সম্পদগুলির দখল নেওয়ার অধিকারী এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এতদ্বারা আপনাকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যানবাহন/ চলতি সম্পদগুলির দখল নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে হস্তান্তর করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক যানবাহনচলতি সম্পদগুলির দখল নিতে বাধ্য হবে।

৫. তবে, আপনাকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমরা আপনাকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাংকের কাছে **১,৫৮,১৬৬.৯৮ টাকা** (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ পাওনা) এবং তার উপর **বার্ষিক ৯.৮৫ শতাংশ হারে** মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে, এবং ব্যাংক কর্তৃক উদ্ভূত সমস্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয়সহ সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করে আপনার দেনা শোধ করুন, অন্যথায় আমরা আপনার দ্বারা ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত **১৫।১২।২০২৩ তারিখের** ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তি অনুসারে আমাদের সমস্ত অধিকার/ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হব, যার মধ্যে উপরোক্ত বন্ধকী সম্পদের দখল গ্রহণ ও বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত।

৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই বিষয়ে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আমাদের কাছে বন্ধক রাখা জামানত কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অন্যান্য অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই আপনাকে এই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।

৭. যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাংককে সন্তুষ্ট করে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয়সহ সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ না করেন, তবে ব্যাংক আপনার দ্বারা ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত ১৫।১২।২০২৩ তারিখের ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তি L512 (দলিলের নাম) অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক রাখা যানবাহন/ চলতি সম্পদগুলির দখল ও বিক্রয় করার এবং তার পাওনা আদায়ের জন্য অন্যান্য পুনরুদ্ধারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার রাখবে।

বিনীত,
স্বাক্ষর /- শাখা ব্যবস্থাপক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/61/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near Raipur GSFP School and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 1,59,268.82.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/65/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near Raipur GSFP School and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 3,06,158.72.** Earnest money: **₹ 6,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/66/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near Patuli Masjid and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 1,93,458.27.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/67/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near Suchitra Sen Udyan and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 2,52,980.73.** Earnest money: **₹ 5,100.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/49/25-26
Name of the work: **Renovation of roads near Sanyasi Bustee and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 4,98,163.40.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/59/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and allied works near Chaitali YMCA and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 1,59,258.81.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/60/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and allied works near Moti Mistri F.P. School and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 1,59,908.15.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/64/25-26
Name of the work: **Renovation of roads near Baghajatin G-Block and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 2,11,433.47.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/56/25-26
Name of the work: **Renovation of C.C. road by interlocking paver block near Premises No. 3/54 Jadavgarh etc. in Ward No.-105, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 4,86,841.76.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/128/25-26
Name of the work: **Development of Ambedkar School Play Ground by earth filling and other ancillary work in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 3,47,711.15.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/116/25-26
Name of the work: **Construction of footpath by providing paver block near Utsab Housing along the Ex. Road in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,99,261.41.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **95 days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/148/25-26
Name of the work: **Development & beautification of road side Garden at Hederhat Booth No. 107 in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,94,636.25.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/63/25-26
Name of the work: **Renovation of B/T Road at Chakraborty Para, Dhakuria East Road in Ward No.-105.** Estimated cost: **₹ 4,93,070.17.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/117/25-26
Name of the work: **Fencing of pond by eucalyptus bullah pilling to protect the bank of pond near Premises Nos. 1/20, 1/19 etc. Mukundapur in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 2,49,354.45.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **80 days.**

(15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/119/25-26
Name of the work: **Protection of road by bullah pilling near Premises Nos. 2039, 1317 etc. Nayabad in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,96,414.84.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **80 days.**

(16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/154/25-26
Name of the work: **Beautification & protection of pond along the road side of Kalikapur F.P. School in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 1,99,915.80.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(17) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/091/25-26/UTTARAN
Name of the work: **Maintenance & repairing of U/G drainage system at Slum Area of C.R. Das Road & others in Ward No.-106.** Estimated cost: **₹ 1,99,548.50.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/58/25-26/UTTARAN
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrines in Uttaran Area near Rajdanga Purbapara & other places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,02,908.91.** Earnest money: **₹ 2,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/076/25-26/UTTARAN
Name of the work: **Desiltation of U/G drain at Prasanta Sur Colony etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 2,95,393.49.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(20) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/077/25-26/UTTARAN
Name of the work: **Desiltation of U/G drain at West Chowbagha in Ward No.-108, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 2,94,321.68.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(21) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/141/25-26
Name of the work: **Renovation of road at Tagore Park Area and other adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 3,93,651.99.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(22) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/50/25-26
Name of the work: **Renovation of C.C. road by providing interlocking paver block near Premises No. 1/29B Jadavgarh, 54 Sucheta Nagar-1 etc. in Ward No.-105.** Estimated cost: **₹ 4,93,203.87.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(23) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/55/25-26
Name of the work: **Improvement of passage by interlocking paver block near Premises No. 4/36 Jadavgarh in Ward No.-105.** Estimated cost: **₹ 2,29,801.98.** Earnest money: **₹ 4,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(24) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/125/25-26
Name of the work: **Renovation of road at Purba Panchannagram (Part-269) in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 2,99,001.70.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(25) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/107/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Convert cement concrete road to paver block at South Purbachal in Ward No.-106.** Estimated cost: **₹ 4,82,294.38.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(26) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/118/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Construction of U/G drainage system including restoration of road at Chowbagha Balir Math in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 4,99,464.54.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **70 days.**

(27) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/106/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Development & protection of road around the pond near Premises Nos. B/60, B/65 etc. Jamuna Nagar in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,98,909.88.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **125 days.**

(28) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/140/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Construction of footpath along the road at Kalikapur Booth-102 in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,99,631.43.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(29) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/0105/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage with providing catch pit & necessary other work at Premises No. 23/2 R.K. Das Road & surrounding areas in Ward No.-106.** Estimated cost: **₹ 1,61,736.73.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **50 days.**

(30) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/099/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Construction of footpath with paver block along Nayabad Main Road from Maya Iron Works in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 3,99,717.40.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **135 days.**

(31) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/101/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Construction of footpath along the Nayabad Main Road (Near Premises No. 3050 Nayabad) in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,99,077.74.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(32) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/088/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Construction of IP passage near Premises Nos. 506, 487 etc. R.R. Plot of in Ward No.-108, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 4,96,137.25.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(33) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/110/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Construction of U/G drainage system including restoration of road at Chowbagha Charaktala in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 4,60,103.29.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(34) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/091/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Painting of kerb stone and other ancillary work at Hossenpur, Madurdah in Ward No.-108.** Estimated cost: **₹ 2,98,381.62.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(35) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/113/25-26 (2nd Call)
Name of the work: **Fencing around the pond (Neel Pukur) at Survey Park A Block in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 3,49,995.42.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **115 days.**

(36) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/121/25-26
Name of the work: **Renovation of road providing hotmix near Amra Ko Bhai Club & adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 2,85,914.90.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(37) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/145/25-26
Name of the work: **Repairing of drainage system at Saradapally Naskarhat Area & adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,99,309.63.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(38) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/136/25-26
Name of the work: **Renovation of Uday Sankar Mukto Mancha Park in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 4,99,376.76.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(39) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/117/25-26
Name of the work: **Renovation of Purba Pally Park & different places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,49,261.42.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(40) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/140/25-26
Name of the work: **Repairing of drainage system at Picnic Garden, Naskarhat Area & adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 2,49,620.95.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(41) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/123/25-26
Name of the work: **Renovation of U/G drainage system near Samadrita Abasan & adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 4,99,509.51.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(42) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/94/25-26
Name of the work: **Renovation of hot mix road near Naskarhat Dakshinpara & surrounding places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 2,07,100.41.** Earnest money: **₹ 4,200.00.** Period of completion: **75 days.**

(43) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/124/25-26
Name of the work: **Repairing of hotmix road in between Marshelin Abasan & Samdrita Abasan & adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 1,44,048.09.** Earnest money: **₹ 2,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(44) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/111/25-26
Name of the work: **Repairing of road at Bosepukur, Rajdanga Purba Para & adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 3,41,012.38.** Earnest money: **₹ 6,900.00.** Period of completion: **70 days.**

(45) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/129/25-26
Name of the work: **Renovation of hotmix road at BB Block and adjacent places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 3,00,906.11.** Earnest money: **₹ 6,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(46) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/116/25-26
Name of the work: **Repairing of hotmix road at 718 Jogendra Garden (South) Area and surrounding places in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 4,63,406.30.** Earnest money: **₹ 9,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(47) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/104/25-26
Name of the work: **Repairing of hotmix road near Chinmoyee Apartment Amrabati & adjacent areas in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: **₹ 2,96,999.80.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(48) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/102/25-26
Name of the work: **Development of north road at Purbaloke in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,98,091.03.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **125 days.**

(49) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/120/25-26
Name of the work: **Fencing along the pond side road (by bullah pilling) near Amit Niketan (2670 Nayabad) in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,49,227.84.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **85 days.**

(50) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/122/25-26
Name of the work: **Development of road by providing paver block along with ancillary works near Premises Nos. B/61, B/64 etc. Jamuna Nagar in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,13,742.93.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Period of completion: **115 days.**

(51) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/128/25-26
Name of the work: **Construction of footpath (paver block) for protection of pedestrian near Santoshpur Zora Bridge in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 4,98,453.53.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(52) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/61/25-26
Name of the work: **Renovation of B/T Road near Premises Nos. 92, 95 etc. Ashutosh Colony in Ward No.-105.** Estimated cost: **₹ 4,05,308.25.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(53) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/123/25-26
Name of the work: **Construction (Extension) of boundary wall of Ganganagar Play Ground in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: **₹ 3,95,669.69.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **115 days.**

(54) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/71/25-26
Name of the work: **Maintenance of roads at different places of Rabindrapally, E-Block East etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 2,97,725.52.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(55) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/72/25-26
Name of the work: **Urgent maintenance of footpath with paverblocks near J379, J381-B.P. Township etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 2,98,110.90.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(56) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/90/25-26
Name of the work: **Construction of bathrooms in Haltu Mallickpara in Ward No.-107, BR-XII, K.M.C.** Estimated cost: **₹ 1,31,240.85.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **28.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 56).** Date and time of opening of bid: **30.01.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 56).** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 56).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 56).**

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DG(C)/Br-XII/101/39/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near Rabindrapally B-Block and surroundings in Ward No.-101.** Estimated cost: **₹ 3,06,667.82.** Earnest money: **₹ 6,500.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **28.01.2026 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **30.01.2026 - 1 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/307/0001/25-26; (2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/285/0001/25-26; (3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/288/0001/25-26; (4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/309/0002/25-26; (5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/310/0001/25-26 published in this Newspaper on **17.12.2025** (Key No. 1725/25-26) of **Electrical Lighting Zone-IV Department** (Sl. No. 45 to 49). Last date and time of submission of bid will be read as **19.01.2026 - 2 P.M.** instead of 24.12.2025 - 2 P.M (For Sl. No. 1 to 5).

NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-09/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **25.12.2025** (Key No. 1806/25-26) of **Sewerage and Drainage Department** (Sl. No. 6). Last date and time of submission of bid will be read as **22.01.2026 up to 1 P.M.** instead of 12.01.2026 up to 1 P.M. All other tender details remain unchanged. (1968/25-26)

অফবিট

নিপা মোকাবিলায় কেরল মডেল, এক সপ্তাহেই সংক্রমণ থামিয়েছিল তারা, কীভাবে?

জি. দাস

নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ এদেশে নতুন নয়। কেরল বার বার আক্রান্ত হয়েছে। একাধিকবার ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেরাজ্যে এমন পরিস্থিতিতে কখনই আতঙ্ক ছড়ায়নি, পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তৈরি ছিল প্রশাসন, প্রস্তুত ছিল অপারেশন ম্যানুয়াল। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে নজির গড়ে তারা। বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি আর দ্রুত সিদ্ধান্ত-এই তিন অস্ত্রেই কেরল সাফল্য পায়।

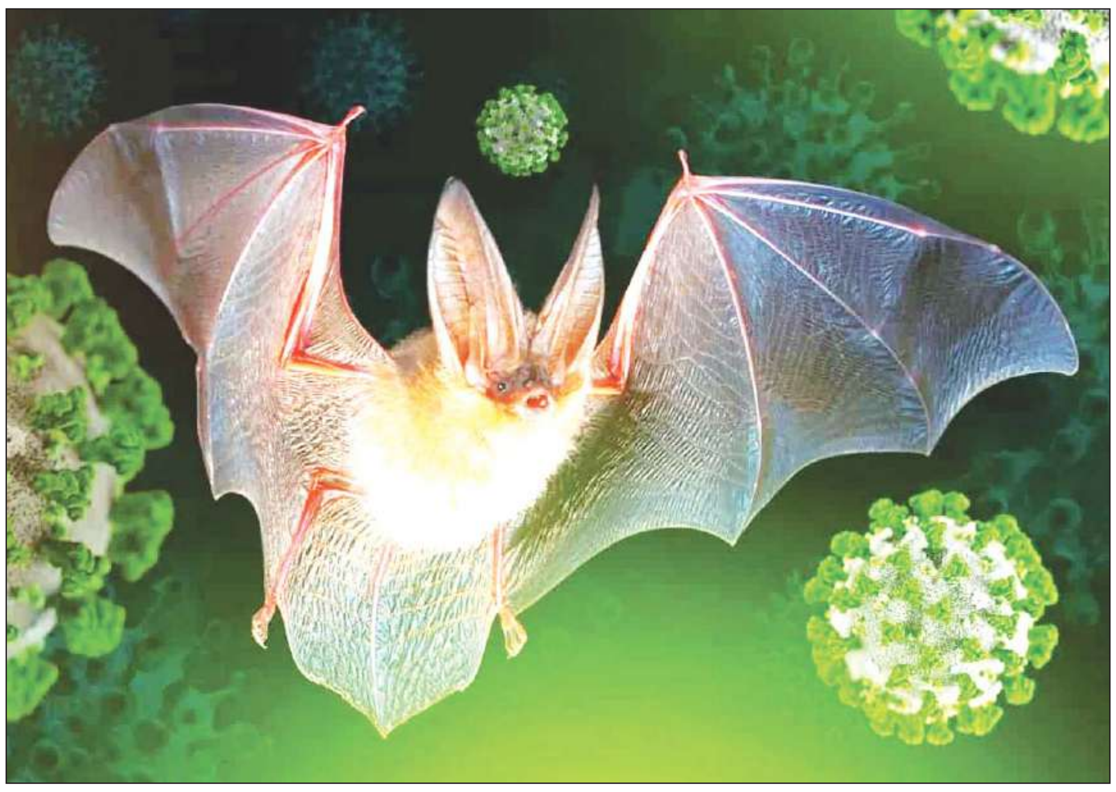

● একের পর এক নিপা, তবু নিয়ন্ত্রণে

২০০১ সাল থেকে ভারতে মোট ছ'বার নিপা প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিক চারটি, সবই কেরলে। ২০২৩-এর সংক্রমণে আগের অভিজ্ঞতাই কাজে লাগায় রাজ্য। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কোঝিকোড় জেলায় প্রথম সন্দেহজনক নিপা আক্রান্তের খবর মেলে। নমুনা পাঠানো হয় পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি-তে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানায়, একই জেলায় ছ'জনের নিপা সংক্রমণ নিশ্চিত, মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এই তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও নিশ্চিত করে।

● সঙ্গে সঙ্গে কড়া পদক্ষেপ

প্রথম কেস ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কতা জারি করে কেরল সরকার। কোঝিকোড়ের আক্রান্ত এলাকাগুলি কোয়ারান্টাইন করা হয়। পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্যগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেয় প্রশাসন। গ্রামগুলিতে কোয়ারান্টাইন জোন ঘোষণা করে চলাচল ও জমায়েতে কড়াকড়ি, মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব বাধ্যতামূলক করে তারা। ১৪ সেপ্টেম্বর এক সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ করে অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর, এনআইভি-এর বিশেষজ্ঞ দল এবং মোবাইল ডায়াগনস্টিক ইউনিট এলাকায় নামে। পয়েন্ট-অফ-কেয়ার মাইক্রো পিসিআর ও এলাইজা পরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত শনাক্তকরণ সম্ভব হয়। হু জানায়, ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিশ্চিত আক্রান্তদের মোট ১,২৮৮ জন সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উচ্চ ঝুঁকির সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের ২১ দিনের কোয়ারান্টিনে রাখা হয়।

● কবে শেষ ঘোষণা

কেরলে ছড়ানো নিপা স্ট্রেনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৭ দিন ধরা হলেও, রাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী ২১ দিন ধরা হয়। টানা ৪২ দিন দেখা হয়, নতুন কেস না মিললে ধরে নেওয়া হয় প্রাদুর্ভাব শেষ হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর শেষ কেস ধরা পড়ে। সেই হিসেবে ২৬ অক্টোবর ২০২৩ নিপা প্রাদুর্ভাব শেষ ঘোষণা করা হয়।

● মানুষও তৈরি

কোভিডের অভিজ্ঞতা এখানে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। কোঝিকোড়ের মানুষ মাস্ক, স্যানিটাইজার, হাত ধোয়া-সবকিছুর সঙ্গে ততদিন ভালভাবেই অভ্যস্ত। জেলা সার্ভাইল্যান্স অফিসার লাথিকা অরুণ বলন, ''কোভিডের প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতা গোটা ব্যবস্থাটাকে অনেক শক্ত করেছে।'' কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ টি এস অনীশ জানান, মানুষও আগের নিপা থেকে শিখেছে, বাদুড়ে কামড়ানো ফল এড়িয়ে চলে, প্রাণীর সংস্পর্শে সতর্ক থাকে।

● কেরল মডেলের শক্তি

হু-এর মতে, কেরলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়, বাড়ি বাড়ি নজরদারি, দ্রুত ল্যাব পরীক্ষা, আইসোলেশন সেন্টার তৈরি এবং মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট প্রোটোকল। অনীশের কথায়, এনসেফালাইটিস বা অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম-এর মতো লক্ষণ এক জনের মধ্যেও দেখা গেলে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাই কেরলের বড় শক্তি। রাজ্যে এখন একাধিক বায়োসেফটি লেভেল-২ ল্যাব এবং ভাইরাস আলাদা করার জন্য বিএসএল-৩ সুবিধা রয়েছে। ২০১৯ সালে তৈরি হয়েছে আলাদা ভাইরোলজি ইনস্টিটিউট।

● জলবায়ু পরিবর্তনের ছায়া

ভাইরোলজিস্ট শহিদ জামিল মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন কেটে ফেলা বাদুড়ের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। সেই চাপ থেকেই ভাইরাস শেডিং বাড়তে পারে। খেজুরের রস বা ফলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা তো রয়েছেই। কেরলে ছড়ানো স্ট্রেনটি বাংলাদেশের নিপা স্ট্রেনের মতোই মারাত্মক, মৃত্যুহার ৬০-৯০ শতাংশ পর্যন্ত ছিল। তবু এই দফায় ছ'জনের মধ্যে চারজনকে বাঁচান চিকিৎসকরা। শুরুর দিকেই কেস ধরা পড়া ও দ্রুত চিকিৎসা-এর নেপথ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেরল থেকে শিক্ষা নিতে হবে যেকোনও রাজ্যকে। এমন মারাত্মক ভাইরাসকেও কীভাবে আটকে দিতে হয় ভাল প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে, তা দেখার।

বেজিংয়ে সঙ্গে ৬০০ কোটির চুক্তি করতে চায় ঢাকা

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারিঃ ড্রোন কারখানা তৈরি করবে ঢাকা। বেজিংয়ের সঙ্গে চাইছে চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এবার নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপ করতে চলেছে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। প্রথমে পাকিস্তান, এবার চিন। ঢাকার দুই স্তম্ভ হয়েছে এই দুই দেশ। তবে চুক্তি স্বাক্ষর নির্বাচনের আগে হবে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের অন্দরে সামরিক ড্রোন কারখানা স্থাপনে চিনের সঙ্গে জি-টু-জি বা সরকার পক্ষের তরফে আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা করছে ঢাকা। এই মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে গত ৬ জানুয়ারি প্রকল্পের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রক। অন্তর্বর্তী সরকারের নীতি অনুযায়ী, অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদনের পর এই চুক্তি প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে হবে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে। কিন্তু তিনি এখনও অনুমোদন দিয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের জন্য মোট ৬০৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ধার্য করেছে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। যার মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি আমদানি এবং কারখানা তৈরিতে মোট ৫৭০ কোটি টাকা খরচ করবে অন্তর্বর্তী সরকার। বাকি পড়ে থাকা ৩৭ কোটির টাকার সামান্য অধিক টাকা ব্যয় করা হবে কারখানা খোলার চার্জ, ভ্যাট ও সুইফট চার্জ বাবদ। শনিবার এই নতুন কারখানা প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল অর্থ উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন আহমেদকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে চিনের কথা টানেননি উপদেষ্টা। তাঁর মতে, 'নয়া প্রযুক্তি, ড্রোন আমদানি নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়েও আলোচনা চলছে। কিন্তু কোন দেশ থেকে কেনা হবে, কত কেনা হবে, সেই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

ইরান আক্রমণ করতে পারে আমেরিকা! কতটা ধাক্কা খাবে ভারতের অর্থনীতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন

গত কয়েকটা সপ্তাহ ধরে একটানা সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইরান। অর্থনীতির ভাঙন, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও ইরানি মুদ্রার দাম কমে যাওয়ার জেরে জনরোষ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশজুড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু হয়েছিল প্রতিবাদ। আর সেই প্রতিবাদ এবার বদলে গিয়েছে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে। সরকারি হিসেবেই এখনও পর্যন্ত অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইরানে এই বিক্ষোভ শুরু হয় ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ। যা দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর ইরানের এই অস্থিরতার মধ্যেই জল্পনা বাড়াচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি পদক্ষেপ করতে পারে ইরানের বিরুদ্ধে। 'দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এর রিপোর্ট বলছে, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সূত্রে খবর, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ইরানে সম্ভাব্য বিমান হামলার প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। একাধিক জায়গায় বিরাট কোনও এয়ার স্ট্রাইকও করতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন। এই পরিস্থিতি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইরান ভারতের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য কৌশলের কেন্দ্রে। মধ্য এশিয়া, রাশিয়া ও ইউরোপে পৌঁছনোর ভারতের একাধিক রুট ইরান হয়ে যায়। যদিও ইরান থেকে খুব বেশি তেল আমদানি করে না ভারত। সেই কারণেই ভারতের তেলের মার্কেটে বিরাট কোনও প্রভাব এখনই পড়বে না। ভারতের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চাবাহার বন্দর। পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় পৌঁছনোর এই পথ ভারতের কাছে কৌশলগতভাবে অমূল্য। পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর ভারতের বাণিজ্য কাঠামোর আরেকটি স্তম্ভ। এই করিডর ভারতের জন্য সমুদ্রপথের খরচ ও সময় অনেকটাই কমিয়ে দেয়। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, চাবাহারের ক্ষমতা ১ লক্ষ টিইইউ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টিইইউ করা হচ্ছে। টিইইউ অর্থাৎ ২০ ফুট লম্বা একটি কন্টেনারকে ১ ইউনিট ধরা হয়। ২০ ফুট লম্বা ৮ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট উচ্চতার একটি কন্টেনারে যে পরিমাণ জায়গা থাকে তাকেই ১ টিইইউ বলা হয়। চাবাহার-জাহেদান ৭০০ কিলোমিটার রেললাইনও প্রায় শেষের পথে। লক্ষ্য ২০২৬-এর মাঝামাঝি এই লাইন চালু করে দেওয়া। ভারত-ইরান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ছবিটাও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত-ইরান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ছিল প্রায় ১.৬৮ বিলিয়ন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ হাজার ১৮০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার সমান। চাল, চা, চিনি, ওষুধ সহ একাধিক পণ্য ইরানে রফতানি করে ভারত। ফলে, ইরানে অস্থিরতা বাড়লে এই প্রকল্প ও বাণিজ্য মারাত্মক ধাক্কা খেতে পারে। আর যদি আমেরিকা ইরানে হামলা করে তাহলে তার প্রভাব আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ভারতের অর্থনীতির জন্য। আর এর প্রভাবে অর্থনীতির পাশাপাশি ক্ষতি হতে পারে ভারতের শেয়ার বাজারেও।

১৫০ বছর পর স্পেন পাচ্ছে রানি, চিনে নিন বছর কুড়ির প্রিন্সেস লিওনরকে

নিজস্ব প্রতিবেদন

স্পেনের রাজসিংহাসনে ইতিহাস লিখতে চলেছেন প্রিন্সেস লেওনর। বয়স মাত্র ২০। তবু তিনিই হতে পারেন দেশের পরবর্তী শাসক এবং প্রায় ১৫০ বছর পর স্পেন পেতে চলেছে রানি। শেষবার এই সম্মান পেয়েছিলেন ইসাবেলা দ্বিতীয়, উনিশ শতকে। বর্তমানে স্পেনের রাজা কিং ফেলিপে ষষ্ঠ। তাঁর অবসর নেওয়া বা প্রয়াণের পরেই সিংহাসনে বসবেন লেওনর। নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও ঠিক না হলেও উত্তরাধিকার প্রশ্নে কোনও ধোঁয়াশা নেই। এই অভিষেক হলে, আধুনিক স্পেনের রাজতন্ত্রে তা হবে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ তিনি একাই শাসন করবেন স্পেনকে। প্রয়োজন হবে না কোনও রাজার। ২০০৫ সালের ৩১ অক্টোবর মাদ্রিদে জন্ম। মা কুইন লেতিজিয়া, পেশায় প্রাক্তন সাংবাদিক। বাবা রাজা ফেলিপে। ছোট বোন ইনফান্তা সোফিয়া জন্ম ২০০৭-এ। বর্তমানে লেওনর প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস অর্থাৎ স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। মাদ্রিদের সান্তা মারিয়া দে লস রোসালেস স্কুলে পড়াশোনা শুরু, যেখানে তাঁর বাবাও পড়তেন। পরে ওয়েলসের ইউডব্লিউসি আটলান্টিক কলেজ থেকে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালোরিয়েট করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সাংবিধানিক বিষয় ছিল তাঁর মূল সাবজেক্ট। ভাষায়ও দারুণ দখল রয়েছে তাঁর। স্প্যানিশের পাশাপাশি কাতালান, ইংরেজি, ফরাসি, আরবি ও ম্যান্ডারিনে সাবলীল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস অ্যাওয়ার্ডে প্রথম বড় ভাষণ দিয়েছিলেন। এই পুরস্কার বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ কাজকে স্বীকৃতি দেয়, নামকরণ হয়েছে তাঁর নামেই। স্পেনের আইনে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম মেনেই লেওনরের কঠোর প্রস্তুতি চলছে। ২০২৩ সালের আগস্টে জারাগোজায় আর্মিতে প্রশিক্ষণ শুরু। ২০২৪ সালে যান নেভির ট্রেনিং, গালিসিয়ায়। এই সময়েই তিনি আটলান্টিক পেরিয়ে ১৭,০০০ মাইল সমুদ্রযাত্রা করেন ঐতিহাসিক জাহাজ হুয়ান সেবাস্তিয়ান দে এলকানো-তে, যেখানে ক্রু সদস্য হিসেবেই কাজ করেন। নিউইয়র্কেও নোঙর ফেলে সেই জাহাজ। এরপর ব্লাস দে লেজো যুদ্ধজাহাজে সময় কাটান। আর ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতিহাস গড়ে একাই ওড়েন পিলাটাস পিসি-২১ বিমানে- প্রথম রাজকন্যা হিসেবে। পর্তুগাল সফর, নাভারে চার্টার্ড কমিউনিটিতে সরকারি উপস্থিতি- ধাপে ধাপে বাড়ছে তাঁর দায়িত্ব। যদিও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পরিবার এখনও যথেষ্ট রক্ষণশীল। তবে রাজপরিবারের দীর্ঘ ঐতিহ্য আর মায়ের সাংবাদিকসুলভ আত্মবিশ্বাস মিলিয়ে লেওনর এখন স্পেনের সবচেয়ে আলোচিত জেন জি রাজকন্যা। সব মিলিয়ে, স্পেন অপেক্ষায়। ১৫০ বছরের অপেক্ষার শেষে, ইতিহাসের দরজায় কড়া নাড়ছেন এক তরুণী-প্রিন্সেস লেওনর।

CHANGE OF NAME

I, Md Kalamuddin (old name) S/O Md Mehaboob Khan , residing at 13/B, Topsia Road (South) Po.Gobindo Khatick Road Ps.Topsia Kolkata PIN.700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Kalam Khan (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 14/01/2025. Md Kalam Khan (new name) and Md Kalamuddin (old name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Fazlul Bagane (old name as per Voter Id Card No WB/12/082/453474) Son of Abdul Haque Mondal, residing at Vill-Chandirampur, Po-Ghoragachha, Ps-Haringhata, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Fazlul Haque Mondal (new name), as declared before the Ld. A.C.J.M-2 (1st Class) at Kalyani, vide an affidavit dated 02/01/2026. Fazlul Bagane (old name) and Fazlul Haque Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amir Hossain Mondal (old name as per Voter Id Card No WB/12/089/510689) Son of Abubakkar Mondal, residing at Vill & Po-Ghoragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amir Hossain (new name), as declared before the Ld. Executiv Magistrate at Kalyani, vide an affidavit dated 03/08/2016. Amir Hossain Mondal (old name) and Amir Hossain (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Intajul Mondal, Inat Ali Mondal (old name as per Voter Id Card No WB/12/082/453685 and Dalil no-1197, 13/11/1984) Son of Majet Ali Mondal, residing at Vill & Po-Ghoragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Intadul Mondal (new name), as declared before the Ld. Executiv Magistrate at Kalyani, vide an affidavit dated 15/01/2026. Intajul Mondal, Inat Ali Mondal (old name) and Intadul Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JAMIRUL SHAIKH & JAMIRUL SHEKH & JAMIRUL SEKH & JAMIRUL ISLAM (old name) S/O - AMOD ALI residing at VILL- JIAKHARDA PO - MAHALANDI PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN-742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JAMIRUL SHAIKH & JAMIRUL SHEKH &JAMIRUL SEKH & JAMIRUL ISLAM (old name) to JAMIRUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as JAMIRUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM court at Lalbagh, Murshidabad dated on 13/01/2026. JAMIRUL SK (new name) & JAMIRUL SHAIKH & JAMIRUL SHEKH & JAMIRUL SEKH & JAMIRUL ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MAMTAJ BEGUM (old name) S/O - JADRISH SHAIKH residing at VILL- KHAMARPARA PO - DAULATABAD PS - MURSHIDABAD DIST - MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MAMTAJ BEGUM (old name) to MAMTAJ BEGAM (new name) and henceforth, I shall be Known as MAMTAJ BEGAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court, Murshidabad dated on 15/01/2026. MAMTAJ BEGAM (new name) & MAMTAI BEGUM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DIPTIPRAKAS SEN (old name) S/O - LATE BHAGABATI CHARAN SEN residing at VILL - BANSHABARI LANE (MK ROAD) PO - MALDA PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from DIPTI PRAKAS SEN (old name) to DIPTI PRAKASH SEN (new name) and henceforth, I shall be Known as DIPTI PRAKASH SEN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 15/01/2026. DIPTI PRAKASH SEN (new name) & DIPTI PRAKAS SEN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SK AJIJUR RAHAMAN S/O SK ABDUL HAKIM MONDAL residing at Vill-Sijberia, P.O.& P.S.-Uluberia, Dist-Howrah-711315, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK AJIJUR RAHAMAN MONDAL as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Uluberia Howrah, W.B. vide affidavit No 7946, Dated 31/12/2025. SK AJIJUR RAHAMAN and SK AJIJUR RAHAMAN MONDAL both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I SK RAMIZ S/O SK AJIJUR RAHAMAN MONDAL residing at Vill-Sijberia, P.O.& P.S.-Uluberia, Dist-Howrah-711315, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK RAMIJ MONDAL as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Uluberia Howrah, W.B. vide affidavit No 7946, Dated 31/12/2025. SK RAMIZ and SK RAMIJ MONDAL both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I BHAIRABI HAZRA W/O SUKHENDU HAZRA residing at Vill.& P.O.-Dakshin Kasim Nagar, P.S.-Mahishadal, Dist-East Medinipur-721632, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BHAIRABI CHAULIA HAZRA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 15/01/2026. BHAIRABI HAZRA and BHAIRABI CHAULIA HAZRA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I MAHIJUR MONDAL S/O AIJEL MONDAL residing at Vill.& P.O.-Kamdebpur, P.S.-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas-743710, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOHINJUR MONDAL as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 13/01/2026. MAHIJUR MONDAL and MOHINJUR MONDAL both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I KHADA BIBI W/O Sk Altab Hossain residing at Vill-Senet, P.O.-Senet, P.S.-Dadpur, Dist-Hooghly-712305, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KHADIJA BIBI as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate , Hooghly at Chinsurah vide affidavit No 882, Dated 13/01/2026. KHADA BIBI and KHADIJA BIBI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I RADHE SHYAM SONI S/O Late JWALA PRASAD SONI residing at 207, Block-A, Lake Town, Kolkata-700089, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RADHEY SHYAM SONI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 07/01/2026. RADHE SHYAM SONI and RADHEY SHYAM SONI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, (Old Name) KHODABOX SHAIKH & KHODABOX SK S/o- NAYEN SEIKH Residing at, - Sahajadpur - Hariharpara Dist- Murshidabad, Pin- 742166, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from KHODABOX SHAIKH & KHODABOX SK To KHODA BAKSH SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KHODA BAKSH SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 26 Dec 2025, KHODA BAKSH SEIKH and KHODABOX SHAIKH & KHODABOX SK both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, (Old Name) ASRAFUL SK S/o- KHODA BAKSH SEIKH Residing at, - Sahajadpur - Hariharpara Dist- Murshidabad, Pin-742166, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from ASRAFUL SK To ASRAFUL SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASRAFUL SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 26 Dec 2025, ASRAFUL SEIKH and ASRAFUL SK both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, S RAJESH (Old Name) S/o Sri Gopal Bhaiya Residing at Flat No-101, Block-F-Shanti Kunj, 1st Floor, 20 Round Tank Lane, Mullick Phatak, Dist-Howrah, Pin-711101 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as RAJESH KUMAR BHAIYA (New Name) as declared before the Notary Public at Howrah Dated 14-01-2026. S RAJESH (Old Name) and RAJESH KUMAR BHAIYA (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar Kothari S/o Shyam Sundar Kothari residing at 24, Sanatan Mistri Lane, Haora Corporation, P.O.-Salkia, Dist.-Haora, Pin-711106 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name VIJAY KUMAR KOTHARI instead of VIJAY KOTHARI which is wrongly recorded in my son namely Chakrik Kothari(No. R5846811) and Nishchit Kothari's passport (No. R5846177), vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated on 14/01/2026. VIJAY KOTHARI and Vijay Kumar Kothari both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, TAPAN KR GHOSH (Old Name) S/o Late Narayan Ghosh Residing at Vill. Rampur, P.O. Rampur Bhatpara, P.S. Gaighata, Dist. North 24 Parganas, Pin-743249 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as TAPAN GHOSH (New Name) as declared before the Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas Dated 03-04-2025. TAPAN KR GHOSH and TAPAN GHOSH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Arif (Old Name) S/o Shaikh Jafar(Old Name) Residing at Vill. Podrah Madrasha Para, P.O. Podrah, P.S. Sankrail, Dist. Howrah 711109 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk. Arif (New Name) S/o Sk. Jafar(New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah Dated 07-01-2026. Shaikh Arif S/o Shaikh Jafar and Sk. Arif S/o Sk. Jafar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Narayan Chandra Saha (Old Name) S/o Late Yogendra Saha Residing at Raj Chandra Bhatak Road, Agarpara, District - North 24 Parganas, Pin - 700109, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Narayan Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-01-2026. Narayan Chandra Saha (Old Name) and Narayan Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vobotosh Mondal (Old Name) S/o Khagendra Mondal Residing at Vill - Savaipur, P.o - Nakful, P.s - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Bhabatosh Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 15-01-2026. Vobotosh Mondal (Old Name) and Bhabatosh Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Aipali Piyada (Old Name) S/o Alam Piyada Residing at Vill - Chandigarh, P.o - Khagra Muri, P.s - Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700140, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Aip Piyada (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 15-01-2026. Md Aipali Piyada (Old Name) and Aip Piyada (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dipak Ghosh (Old Name) S/o Sudhir Ghosh Residing at Nalabara Mazer Para, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dipak Kumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-01-2026. Dipak Ghosh (Old Name) and Dipak Kumar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Jubair (Old Name) S/o Md Samir Residing at 26/8, G J Khan Road, P.s-Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Zubair (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-01-2026. Md Jubair (Old Name) and Md Zubair (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Qadir (Old Name) S/o Md Feroz Residing at 127/D, Park Street, P.s - Park Street District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Quadir (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 14-01-2026. Abdul Qadir (Old Name) and Abdul Quadir (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Firoz (Old Name) S/o Md Ali Residing at 127/D, Park Street, P.s - Park Street District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Feroz (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 14-01-2026. Md Firoz (Old Name) and Md Feroz (New Name) both are same and one identical person.

নিপা-আতঙ্কে জলপাইগুড়ি জুড়ে সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ ভয় নয়, সতর্ক হন! নাহলে হতে পারে বিপত্তি। করোনার পর বর্তমানে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে নিপা ভাইরাস। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আতঙ্কিত নয়, সতর্ক থাকুন। ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। নিপা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য জুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিভিন্ন জায়গায় সন্দেহভাজন সংক্রমণের খবর সামনে আসতেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সতর্ক। জলপাইগুড়িতেও তার প্রভাব পড়েছে। মারাত্মক এই ভাইরাস নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধীরে ধীরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক ডা. অসীম হালদার জানান, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই জেলার সর্বত্র পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, কোনও ধরনের সংক্রমণের খবর পেলেই আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। নিপা সহ অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগ মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য দফতর সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নিপা ভাইরাস প্রতিরোধে জলপাইগুড়ির শহর ও গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়েছে ব্যাপক সচেতনতা অভিযান। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সতর্ক করছেন। পাটকাতা কলোনি সহ শহরের একাধিক এলাকায় এই সচেতনতা প্রচারের ছবি ধরা পড়েছে। জ্বর, শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা বা অস্বাভাবিক কোনও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গেই বাদুড়ের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। বাদুড় খাওয়া বা কামড় দেওয়া ফল না খাওয়া, কাঁচা ও খোলা ফল এড়িয়ে চলা এবং পরিস্কার - পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাদুড়ের উপস্থিতি লক্ষ্য হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। তবে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হযেছে, আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই সচেতনতা কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাসের আপাতকালীন দরজা খুলে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের সিউড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর। বৃহস্পতিবার সকালে রামপুরহাট থেকে জয়দেবের দিকে যাওয়া একটি বেসরকারি বাসের আপাতকালীন দরজা হঠাৎ খুলে গিয়ে চলন্ত বাস থেকে পড়ে যায় ওই শিশু। তার পরিবারের দাবি, তখনই তাঁরা বাসটি থামানোর জন্য বললেও তা থামানো হয়নি। তারপরই বাসের চাকার তলায় শিশুটি পিষ্ট হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাসের যাত্রীরা জানান, মৃতের বয়স বছর ছয়েক এবং সে তার পরিবারের সঙ্গে মহম্মদবাজার থানা এলাকার কাপিষ্ঠা গ্রাম থেকে বাসে চেপেছিল। এই বাসটিতে ওই শিশুর পরিবার জয়দেব মেলাতে যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। এই দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা সিউড়ির সুভাষপল্লি এলাকায় রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। অবরোধের জেরে যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাসের চালক এবং খালাসি দু'জনেই পলাতক। তাদের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উদ্ধার পাইথন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম দুরামারী এলাকায় একটি বিশাল আকৃতির রক পাইথন উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকার একটি ক্যানেলের ধারে সাপটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড শীতের কারণে বৃহস্পতিবার সকালে রোদ পোহাতে বেরিয়ে আসে বিশালাকৃতির ওই রক পাইথনটি। রোদ পোহাতে থাকা সাপটিকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে তারা বিষয়টি এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবর্ষি বিশ্বাসকে জানান। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তবে স্থানীয়দের সক্রিয় সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বনকর্মীরা সাপটির অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর নিরাপদে উদ্ধার করা হয় রক পাইথনটিকে। এরপর বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ বিভাগের কর্মীরা সাপটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যান। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া রক পাইথনটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর সেটিকে উপযুক্ত বনাঞ্চলে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হবে।

মেচেদা বাসস্ট্যাণ্ডে সর্বত্র ময়লা এবং আবর্জনায় ভরা, দুর্গন্ধে নাজেহাল যাত্রী থেকে চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেচেদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত এখানে। এখান থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়

বাস চলাচল করে। এক কথায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশদ্বার। কিন্তু দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে সত্যিই এটি একটি বাসস্ট্যান্ড। কারণ বাসস্ট্যান্ডটির সর্বত্র ময়লা এবং আবর্জনায় ভরা। ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে দূষণ! মেচেদার এই পরিস্থিতি কার্যত সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। মেচেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড যেন নোংরা আবর্জনার পাহাড়। দুর্গন্ধ ও আবর্জনায় নাজেহাল যাত্রী থেকে বাস চালক সবাই। সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি ঢুকলেই প্রতিদিন দিতে হয় টাকা। কিন্তু নেই কোনও পরিষেবা। হেলদোল নেই প্রশাসনের। মেচেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড একদিকে জেলার প্রবেশদ্বার। অন্যদিকে রেলপথ এবং সড়ক পথের জেলার মূল যোগাযোগ কেন্দ্র। পূর্ব মেদিনীপুরের যাতায়াতের প্রধান এই মেচেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড। প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এই মেচেদা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড দেখভাল করেন তমলুকের এসডিও। কিন্তু যেভাবে নোংরা আবর্জনা হয়ে রয়েছে, তা দেখে ক্ষুব্ধ গাড়িচালক ড্রাইভার থেকে নিত্যযাত্রীরা ক্ষুব্ধ। এই বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক জানান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশদ্বার মেচেদা। মেচেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড যেন আবর্জনার পাহাড় হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সর্বত্র দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। এক কথায় আবর্জনা মাড়িয়ে মানুষজনদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। অন্যদিকে এক গাড়িচালক জানিয়েছেন, সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে বাস বা অন্য গাড়ির জন্য পার্কিং ফি দিতে হচ্ছে। তারপরও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্কার হয়নি চারপাশ। এছাড়াও অন্যান্য পরিষেবা না থাকার মতই। প্রশাসনের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আমাদের। প্রতিনিয়ত নোংরা আবর্জনা দুর্গন্ধে ভরা গোটা বাসস্ট্যান্ড। কিন্তু প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। বাসস্ট্যান্ডের সামনে রয়েছে পান আড়ত। এবং পাইকারি মাছের আড়ত। প্রতিদিন কয়েকশো পাইভেট গাড়ি এবং কয়েকশো বাস যাতায়াত করে। প্রতিদিন গাড়ি ঢুকলে দিতে হয় ট্যাক্স। বাসস্ট্যান্ড পরিস্কারের জন্য রযেছেন সাতজন ঝাড়ুদার। ঝাড়ুদারদের অভিযোগ, যারা নোংরা আবর্জনা নিয়ে যেত তারা কাজ করছে না। কেন করছে না জানি না। বাস কর্মীদের অভিযোগ সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে ঢুকতে হলে টাকা দিতে হয়। কিন্তু পরিস্কার কোথায়। প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন নিত্যযাত্রীরা। মেচেদার শুধু বাসস্ট্যান্ড নয় সর্বত্রই নোংরা আবর্জনার ছড়াছড়ি। একপ্রকার দুর্গন্ধ মাড়িয়েই জেলায় প্রবেশ করতে হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, দ্রুতই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিলল আশ্বাস, পুর্নবাসনের দাবিতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ ভাঙন কবলিত বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ ভাঙনে বিলীন হয়েছে সর্বস্ব। বন্যার ফলে ঠাঁই মেলেনি ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ছাউনির। সবশেষে বাঁধের ওপর অস্থায়ী ঠিকানা খুঁজেছিলেন ভাঙন কবলিত বাসিন্দারা। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস ধরে আজও অস্থায়ীভাবে বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়ে জীবনযাপন চলছে তাঁদের। তবে স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি মিললেও আজও অধরা সেই স্বপ্ন। কনকনে শীতের এই ঠান্ডাতে উপেক্ষা করে দিন গুজরান করছেন ভাঙন কবলিত বাসিন্দারা। ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে অস্থায়ী ত্রিপল খাটিয়ে আজও তাকিয়ে রয়েছেন প্রতিশ্রুতির দিকে। তবে প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজ শুরু না হওয়ায় অবশেষে বাধ্য হয়ে ব্লক প্রশাসনিক দফতরে দ্বারস্থ হলেন ভাঙন কবলিত বাসিন্দারা। এদিন মালদার মানিকচক ব্লকের ভুতনি দ্বীপের শতাধিক ভাঙনে দিশেহারা পরিবারের সদস্যরা নিজেদের দাবি নিয়ে হাজির হন মানিকচক ব্লক দফতরে। এক ভাঙন কবলিত বাসিন্দা জানান, খুবই অসুবিধার মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে। প্রায় পাঁচ মাস ধরে একইভাবে খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছি। তিনি আরও বলেন, আধিকারিকদের প্রতিশ্রুতি মিললেও সমাধান হয়নি। তাই আবার দাবি

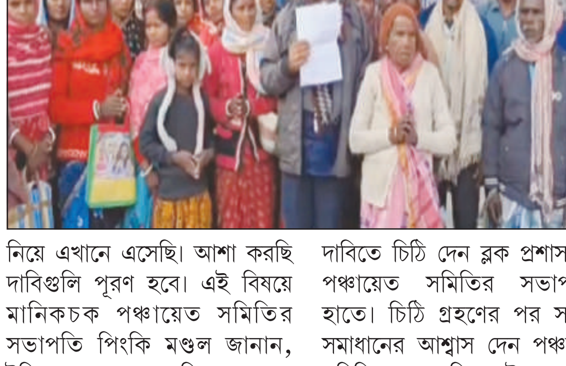

নিয়ে এখানে এসেছি। আশা করছি দাবিগুলি পূরণ হবে। এই বিষয়ে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডল জানান, ইতিমধ্যে ৩৮২ জন পরিবারের জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে ভাঙন কবলিত বাসিন্দাদের কলোনি করে দেওয়া হবে। এবং পাট্টা জমি প্রদান করে সেই জমিতে বাড়ি করে দেওয়া হবে। কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আবারও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানান হবে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা সমাধান হবে। এদিন শতাধিক ভাঙন দুর্গত বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে চিঠি দেন ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির হাতে। চিঠি গ্রহণের পর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। এই আশ্বাসের পর আবারও আশায় বুক বেঁধেছেন ভাঙন কবলিত বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হলে আবারও সেই সাধারণ জীবন যাপনের ছন্দে ফিরবেন তাঁরা।

নেই সিএএ সার্টিফিকেট, এসআইআর-এ নাম থাকবে কীভাবে! আতঙ্কে রানাঘাটের শয়ে শয়ে ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, রানাঘাট, ১৫ জানুয়ারি ঃ সিএএ-তে আবেদন করেও এখনও সার্টিফিকেট হাতে না পাওয়ায় চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের এক বড় অংশ। এই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অভিযোগ, তাঁদের অধিকাংশই সিএএ- তে আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পাননি। ফলে হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে বহু পরিবারের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় সিএএ চালু হওয়ার আগেই বিধায়ক ও সাংসদদের বাড়িতে বিশেষ ক্যাম্প করে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পে বহু মানুষ আবেদন করলেও এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আবেদন প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছেন। আগামী ১৪ ফেব্রয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা । ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁদের আশঙ্কা-এবারও নাম না থাকলে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র। বিজেপির দাবি, সিএএ-তে আবেদন করলেই স্বাভাবিকভাবে ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে এবং তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই বহু মানুষকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা এখনও পাননি, তাঁরাও খুব শীঘ্রই হাতে পাবেন। এমনকি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে না পারলেও ভবিষ্যতে ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে বলেও দাবি তাঁদের। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত আশ্বাসকে ভাঁওতা বলে কটাক্ষ করেছে। তাদের দাবি, সিএএ ও ভোটার তালিকার মধ্যে সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই এবং সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। বিজেপি ও তৃণমূল- দুই শিবিরের বিপরীতমুখী বক্তব্যের মাঝে পড়ে বিপাকে পড়েছেন ওপার বাংলা থেকে আসা সাধারণ মানুষজন। হাতে আর কয়েকটা মাস, তারপরেই বিধানসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় কী করবেন, কোন পথে হাঁটবেন-তা বুঝে উঠতে পারছেন না আতঙ্কগ্রস্ত এই সমস্ত পরিবার। মতুয়া মহা সংঘের সদস্য রঞ্জিত বাইন বলেন, এসআইআর যেমন হচ্ছে তেমনই সিএএ-র ফর্ম ফিলআপ হওয়ার কতা। এসডিও অফিস, বিডিও অফিসে তা হবে। কিন্তু শান্তনু ঠাকুর তা করাচ্ছেন। তাঁকে কী অমিত শাহ দায়িত্ব দিয়েছেন। নাকি তিনি এর কনট্যাক্ট নিয়েছেন! গোটা দেশেই তা হওয়ার কথা। এভাবে একজন এটা করাবেন কেন?

জঙ্গলমহলে হাতি ও হরিণ সহ বাড়ছে অন্যান্য বন্যপ্রাণের সংখ্যাও, বাস্তুতন্ত্র সমৃদ্ধির কারণ জানালেন বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ জঙ্গলমহলে শুধু হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর উপস্থিতিও। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে বর্তমানে নিয়মিতভাবে দেখা মিলছে হরিণ, বনশুয়োর, ময়ূর, হায়না এমনকি লেপার্ডেরও। নয়াগ্রাম ও বাঁকুড়ার জঙ্গল এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে হরিণের দেখা পাওয়ায় বন দফতরের আধিকারিকরাও আশাবাদী। যা নিঃসন্দেহে পরিবেশের ক্ষেত্রেও বেশ উপকারী। পশ্চিমাঞ্চলের মুখ্য বনপাল ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, জঙ্গলমহলে গত কয়েক বছরে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে। বিশেষ করে হাতির সংখ্যা গত কুড়ি বছরে প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা এই অঞ্চলের পরিবেশগত উন্নতিরই ইঙ্গিত দেয়। হাতির পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব ও বিস্তার জঙ্গলমহলের জীববৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৃদ্ধির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, জঙ্গলমহলের বনাঞ্চল এখনও তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক ও বিস্তৃত। শুধু তাই নয় বন্যপ্রাণীর বসবাসযোগ্য বিস্তৃত আবাসভূমি রয়েছে, যেখানে প্রাণীরা নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যের প্রাচুর্য। ঘাস, ফলমূল ও ছোট প্রাণীর সহজলভ্যতা বন্যপ্রাণীদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে। পাশাপাশি, বন দফতরের নজরদারি বৃদ্ধি ও শিকার রোধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়াও একটি বড় কারণ। একইভাবে মানুষের সচেতনতা আরও বেশি করে বন্যপ্রাণের স্বাভাবিক বিচরণে সাহায্য করেছে। এছাড়াও জঙ্গলমহলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন প্রাণীর প্রজননের জন্য অত্যন্ত অনুকূল বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। বনাঞ্চলের জলাধার, পাহাড়ি ঢাল ও ঘন অরণ্য বন্যপ্রাণীদের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করছে। এর ফলে শুধু হাতি নয়, অন্যান্য স্তন্যপায়ী ও পক্ষী প্রজাতির সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়ছে। বন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক হলেও এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করাও বড় চ্যালেঞ্জ। সচেতনতা, বন সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জঙ্গলমহলের এই সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণ জগতকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ। স্বাভাবিকভাবে জঙ্গলমহলে বন্যপ্রাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ ও স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে বেশ উপকারী।

এসআইআর আতঙ্ক, মৃত্যু প্রৌঢ়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ জানুয়ারি ঃ এসআইআর আতঙ্কে ফের মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। বাড়ির লোকেরা যখন এসআইআর -এর শুনানির জন্য সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময়ে আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল পুটু শেখ (৬৪) নামে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সামশেরগঞ্জ থানার রামেশ্বরপুর -চাচন্ড গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার কার্ডে মৃত ব্যক্তির নাম পুটু শেখ থাকলেও এসআইআর - এর যে নথি নির্বাচন কমিশন তৈরি করেছিল সেখানে তাঁর নাম ছাপা হয়েছিল 'পুট শেখ'। নামের এই ভুল থাকার জন্য সম্প্রতি পুটু শেখকে শুনানির নোটিশ ধরানো হয়েছিল। এর পাশাপাশি ওই ব্যক্তির পরিবারের একাধিক সদস্যকে ভোটার তালিকায় নামে ভুল বা অন্য কিছু ছোটখাটো ভুল থাকার জন্য শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। সূত্রের খবর, পরিবারের সদস্যরা যখন নিজেদের নথি নিয়ে শুনানির জন্য বিডিও অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে মৃত্যু হয় পুটু শেখের। মৃত ওই বৃদ্ধের পুত্রবধূ বিউটি খাতুন বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে আমরা যখন বিডিও অফিসে এসআইআর-এর শুনানির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই সময় আমার শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর খবর পাই। পরিবারের একাধিক লোকের নাম শুনানির তালিকায় থাকায় তিনি আতঙ্কে ছিলেন। সেই কারণেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। চাচন্ড এলাকার তৃণমূল নেতা মহম্মদ ওয়াসেফ আলী বলেন, ভোটার কার্ডে মৃত ওই ব্যক্তির নাম ছিল পুটু শেখ যদিও নির্বাচন কমিশনের নথিতে তাঁর নাম লেখা হয়েছিল পুট শেখ। এই কারণে তাঁকে একবার শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন ,পুটু শেখের পরিবারের একাধিক সদস্যকেও এসআইআর-এর শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। ওই ব্যক্তি আমাকে একাধিক বার বলেছিলেন যেভাবে পরিবারের লোকেদেরকে এসআইআর-এর নামে হয়রানি করা হচ্ছে তাতে তিনি আতঙ্কেই মারা যাবেন। ওয়াসেফ বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে যখন পরিবারের লোকেরা এসআইআর-এর শুনানির জন্য বিডিও অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পুটু শেখ মারা যান। এরপর আমরা তৎপরতার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের শুনানির কাজ শেষ করিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনি। সামশেরগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, খুব বেদনাদায়ক এই ঘটনা। 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র নাম যে ভাবে এসআইআর শুনানিতে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে তা নিন্দার ভাষা নেই। আমি শুনেছি মৃত ব্যক্তির ছেলে এবং পুত্রবধূর নথিতে কিছু সমস্যা ছিল। সেই কারণে তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। শুনানি শেষে সকলের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কিনা এই আতঙ্কে পুটু শেখ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। তৃণমূল দল ওই পরিবারের পাশে সবসময় থাকবে।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of N.I.e.T No- 20/HPS/APAS/2025-26 (2nd Call), 29/HPS/APAS/2025-26 (2nd Call) & 31/HPS/APAS/2025-26 (2nd Call). Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **21/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samity
Hariharpara, Murshidabad

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur , Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT.No.- 05/15th FC(UnTide)/ Lochanpur gp/2025-26, E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block , Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission **28/01/2026**. For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur,
Murshidabad.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ আজাদ আলি, পিতা- সেখ আলি মহম্মদ, সাং- বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া-৭১১৪০৩। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-১৮৫ / ১২ ও ১০৭২/ ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা মনোয়ারা মল্লিক দীগর ও রুবি বেগম দীগরের নিকট হইতে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- শাঁখারীদহ, জে.এল. ২২, এল.আর ১০৫৫ /১ ও ৬৩৩/২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ০৫/ এল.আর ০৪ নং দাগে ২.৪৮ শতক ও ৭৪৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯৫৬ /২৫ নং ও ৩৯৫৭/ ২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সেখ সোহেল আলি ও সেখ সাহিল আলি ইহাদেরকে বিক্রয় করিয়াছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল অ্যান্ড এল.আরও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী অমিত কুমার বেরা, পিতা -সুশান্ত বেরা, সাং- বলুহাটী, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া -৭১১৪০৫। ডিঃ সাব রে ঃ হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৯৩৬ / ১৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা - বলুহাটী, জে.এল. ৪২, এল.আর. ২৫৯৪ ও ২৫৯৫ নং খতিয়ানে, আরএস, ও এলআর, ২১৪ ও ২১৫ নং দাগে ৪.৭৫ শতক সম্পত্তি ডিঃ সাব রে ঃ১ হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৫০১০৬১১৯ / ২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সুব্রত ধাড়া- এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী আশীষ কুমার সুর-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএল, এ্যান্ড এল.আরও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.- Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 89/ ABUJ-I/2026, Dated: 14/01/2026(tender reference no: 2026_ZPHD_988656_1)

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Upgradation of Abujhati-I Gram Panchayat. Last date of submission of Bid 27/01/2026 up to 01.30 p.m. Technical Bid Opening Date 29/01/2026 at 02.00 pm. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

e Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 10 Nos work, Tender Ref No-NIT No-09/15th FC/25-26, Tender ID - 2026_ZPHD_987836 and 10/ 15th FC/25-26, Tender ID - 2026_ZPHD_988038. Bid Submission Closing Date -27/ 01/2026 upto 14.00 Hrs the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website www.wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Malibari-I GP
Mridadpur,
Raninagar,Msd.

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No-12/Sub/ II of 2025-26 for **01 (one) No** work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour.

Last date of application- **21.01.2026**

Last date of receiving tender paper- **28.01.26**

Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer
(PWD)
Hooghly Construction
Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

e Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 02 Nos work, Tender Ref No-NIT No-.08/15th FC/25-26, Tender ID - 2026_ZPHD_987779. Bid Submission Closing Date -24/ 01/2026 upto 15.00 Hrs the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website www.wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Malibari-I GP
Mridadpur,
Raninagar,Msd.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রফিক কাজী, পিতা- সফিউদ্দিন কাজী, সাং- বাঁকড়া, থানা-ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া- ৭১১৪০৩। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১০৭১ / ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা আজগারী মল্লিক দীগরের নিকট হইতে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- শাঁখারীদহ, জে.এল. ২২, এল.আর. ১০৮৪ নং খতিয়ানে, আরএস, ০৫/ এল.আর. ০৪ নং দাগে ৭.৪৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯৫৭/ ২৫ নং, ৩৯৫৮/ ২৫ নং ও ৩৯৫৯/ ২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সেখ সাহিল আলি, সানোয়ার মল্লিক ও রাকিব কাজী ইহাদেরকে বিক্রয় করিয়াছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএল, এ্যান্ড এল.আরও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com

Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 25, 26, 27, 28/APAS/ SGP-1/202526 07/01/ 2026(Fund-APAS)** dt: Last Date of Bid Submission: **22/01/2026, 14:00 Hrs.** Date of Opening: **28/01/2026, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or **Visit:https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

উন্মুক্ত দরপত্র

প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরের পক্ষে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে বিভাগীয় প্রকৌশলী। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) এর মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করছেন।

ক্রমিক নং ১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও কাজের নামঃ ডিইএন-এমডব্লিউএস-২০২৬-০১ গোরখপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে প্রস্তাবিত নতুন হাইড্র্যান্ট পয়েন্ট স্থাপন (ডিআরজি নং জি / এলটি-১১১৭ অনুযায়ী)। আনুমানিক ব্যয়ঃ ৭৩,৭৬,৯৭৮.৬০ টাকা, জামানতঃ ১,৪৭,৫০০.০০ টাকা, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ১৪.০২.২০২৬ এবং ১১.০০ ঘটিকা।

উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক,
মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর

CPRO/Mech. - 123

"ছাদ ও ফুটবোর্ডে চড়ে কখনো ভ্রমণ করবেন না।"

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-20/EO/25-26, Dt-14/01/ 2026 for 23 nos, scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID– 2026_ZPHD_988351_1 to 2026_ZPHD_988351_23. Detali information will be available from the **website https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED

Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449;
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001
Tel. No: 033-22489731 / 9538 **Website:** www.shentracon.com; **Email:** investor@shentracon.com

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED DECEMBER 30, 2025

This Corrigendum advertisement should be read in conjunction with the Letter of offer dated December 30, 2025 filed with the BSE LTD. and Calcutta Stock Exchange, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and Target Company.

This Corrigendum to the letter of Offer dated December 30,2025 is being issued by Bonanza Portfolio limited, on behalf of Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain (Acquirer 2) (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) fully paid up Equity Shares of face value of ₹ 10/- each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the fully paid up equity and voting share capital of Shentracon Chemicals Limited (hereinafter collectively referred to as 'Target Company' or 'SCL') from the Public Shareholders (as defined below) of the Target Company, at an offer price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share, payable in cash pursuant to and in compliance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 as amended.

This is to inform you that, as per the **BSE Circular dated January 12, 2026, a Trading Holiday** has been declared on **January 15, 2026 (Thursday)** on account of **the Municipal Corporation Elections** in Maharashtra, 2026.In this regard, the Public Shareholder of **Shentracon Chemicals Limited** are hereby informed that trading in the **Offer to Buy section- Acquisition Window- Open Offer of Shentracon Chemicals Limited** shall be treated as a Trading Holiday on January 15, 2026.

Accordingly, the **tendering period for the Open Offer** has been **extended**, and the **Open Offer shall now close on January 27, 2026**, instead of the earlier scheduled closing date of **January 23, 2026.**

THE SHAREHOLDER OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE REVISED SCHEDULE OF ACTIVITIES,AFTER CONSIDERING THE ABOVE-MENTIONED TRADING HOLIDAY ON JANUARY 15,2026.

The revised Schedule of Activities, after considering January 15, 2026 as trading Holiday, is provided below:

Activity	Original Date	Revised Date
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday, January 12, 2026	Monday, January 12, 2026
Date of closing of Tendering Period (Offer Closing Date)	Friday, January 23, 2026	Tuesday ,January 27, 2026
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Monday, February 09, 2026	Tuesday, February 10, 2026

All other terms and condition remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement. but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOO.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

BONANZA PORTFOLIO LIMITED
CIN: U65991DL1993PLC052280
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
Contact Person: Ms. Swati Agrawal/ Mr. Abhay Bansal
Tel No.: +91 22 68363773/ +91 11 40748709
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com/ abhay.bansal@bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306

For and on behalf of the Acquirers,

Sd/- **Amit Lalit Jain** **(Acquirer 1)**
Sd/- **Hanissh Kanakraj Jaain** **(Acquirer 2)**

Place : Mumbai
Date : January 15, 2026

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on Thursday, January 15, 2026 have, *inter-alia* considered and approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company, for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

The results, along with the Limited Review Report thereon, have been posted on the Company's website at www.comfortfincap.com/investor-relations and on the website of the stock exchange where the Company's shares are listed i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. Also, it can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the Board of Directors of
Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director and Chairperson
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: January 15, 2026

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations.

ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হতেই ক্র্যাশ করল বুক মাই শো-র ওয়েবসাইট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। বুধবার, ১৪ জানুয়ারি শুরু হয় টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দফা। এই পর্বেই প্রথমবারের জন্য খোলে ভারত-পাকিস্তান মহারণের টিকিট। আর প্রত্যাশামতো, মিনিটের মধ্যে হুড়োহুড়ি। এতটাই চাপ পড়ে যে বুকমাইশো-এর সার্ভার কার্যত ধসে পড়ে। টিকিট লাইভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক অনুরোধ জমা পড়ে। তার জেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ওই সংস্থার। বহু দর্শক টিকিট বুকিংয়ের মাঝপথেই সমস্যার মুখে পড়েন। এই ম্যাচ ঘিরে বাড়তি উত্তেজনার কারণ মাঠের বাইরের পরিস্থিতিও। গত বছর সীমান্ত উত্তেজনা চরমে ওঠার পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্ক তলানিতে। পহেলগাম হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর পর ভারত চালায় অপারেশন সিঁদুর। তার পর থেকেই দুই দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় কার্যত বন্ধ। গত এশিয়া কাপেও তার স্পষ্ট ছাপ দেখা গিয়েছিল। একাধিকবার মুখোমুখি হলেও ভারত ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা হাত মেলাননি। তিনবারের সাক্ষাতে-ফাইনালসহ-সবক'টিতেই পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে আমাদের দেশ। তবে নাটক সেখানেই শেষ নয়। এসিসি প্রধান মহসিন নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে ভারতীয় দল। উল্লেখ্য, নাকভি একই সঙ্গে পিসিবি প্রধান ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই এশিয়া কাপ ট্রফি এখনও দুবাইয়ের এসিসি অফিসেই তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এখন এই আবহে প্রশ্ন উঠছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও কি চলবে 'নো-হ্যান্ডশেক' পলিসি? সূত্রের খবর, এশিয়া কাপের মতো এখানেও খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় না-ও হতে পারে। অর্থাৎ মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি উত্তাপ থাকবে আবহাওয়াতেও। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে।

দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১৫ জানুয়ারিঃ ভারতের ওডিআই দলের ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁর মতে, রবীন্দ্র জাদেজা ফর্মে নেই। তা সত্ত্বেও কেন অক্ষর পাটেলকে দলে নেওয়া হয়নি? এমন সিদ্ধান্ত দলের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে যখন ষষ্ঠ বোলারের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতি ম্যাচে। নিউজিল্যান্ডের কাছে দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে সাত উইকেটে হারার পর এই মন্তব্য করেছেন শ্রীকান্ত। ওয়াশিংটন সুন্দর চোট পাওয়ায় একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে খেলছেন জাদেজা। শ্রীকান্তের মতে, জাডেজাকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেছেন, ''জাদেজা আমার অন্যতম প্রিয় খেলোয়াড়। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে, কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।'' রাজকোটে জাদেজা আট ওভার বল করেও কোনও উইকেট পাননি। দিয়েছেন ৪৪ রান। অক্ষর প্যাটেলের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীকান্ত। তিনি বলেন, ''অক্ষরকে কেন ফেরানো হচ্ছে না? তিনজন স্পিনার ও তিনজন পেসার কি খেলতে পারে না ভারত? কে বলেছে যে, বোলিং অলরাউন্ডার মানেই মিডিয়াম পেসার হতে হবে? আজকের ম্যাচে অক্ষর বিকল্প বোলার হতে পারত। ষষ্ঠ বোলারের অভাব ছিল ম্যাচে।'' ভারতের বোলিংকে 'খুব সাধারণ মানের' মনে হয়েছে শ্রীকান্তের। তিনি প্রশ্ন করেন, যখন নীতীশ কুমার রেড্ডি মাত্র দুই ওভার বল করলেন, তখন বিকল্প কোথায়? ''ষষ্ঠ বোলারের কোনও অপশন নেই'', বলেন তিনি। এ দিকে শুভমন গিল ম্যাচের পর স্বীকার করেন, মাঝে উইকেট নিতে না পারাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কে এল রাহুলের দুরন্ত ১১২ রানের ইনিংসও বৃথা গিয়েছে।

কিউয়িদের কাছে হেরেই নীতিশকে ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত কোচের

সংবাদ সংস্থা, রাজকোট, ১৫ জানুয়ারিঃ ওয়াশিংটন সুন্দর চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর ঢাকঢোল পিটিয়ে দলে নেওয়া হল গৌতম গম্ভীরের 'স্নেহধন্য' আয়ুষ বাদোনিকে। তাঁকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে যুক্তি ছিল, স্পিনিং অলরাউন্ডারের বদলে স্পিনিং অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়া হয়েছে। অথচ রাজকোটে আয়ুষের জায়গায় সুযোগ পেলেন ব্যাটিং অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। যিনি ডাহা ফেল। তাঁকে এবার কড়া সমালোচনায় বিঁধলেন ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। অনেকেই মনে করছেন, ২২ বছরের ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনে কার্যত ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত দিলেন তিনি। নীতীশকে নিয়ে দুশখাতে বলছেন, ''আমরা প্রায়ই ওর উন্নতি করা এবং ম্যাচ খেলার সময় দেওয়া নিয়ে কথা বলি। সমস্যা হল, ওকে ম্যাচ খেলানো হলেও সেভাবে পরিশ্রম করতে পারে না। বিশেষ কিছুই করতে পারছে না। যে দলে জায়গা তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। আজ ব্যাট হাতে দারুণ সুযোগ পেয়েছিল ও। সহজেই ১৫ ওভার খেলতে পারত।

ধারাবাহিকভাবে খেলতে গেলে সুযোগগুলো তো কাজে লাগাতেই হবে।'' উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ওয়ানডে'তে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি নীতীশ। ব্যাট হাতে ২০ রান করেন। মাত্র ২ ওভারের বেশি বোলিং করতে পারেননি। প্রশ্ন হল, কেন অলরাউন্ডার হিসাবে খেলিয়েও নীতীশকে দু'ওভারের বেশি বল দেওয়া হল না? আর টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ যদি এতটাই নিশ্চিত হন যে, নীতীশ পরিশ্রম করতে পারে না, তাহলে তাঁকে দলে নেওয়াই বা হল কেন? তবে কেবল নীতীশ নন। ওয়ানডে'তে লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজাও। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচে তাঁর রান সংখ্যা ৪ এবং ২৭। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টি ইনিংসে তিনি করেছিলেন ৩২ এবং ২৪। ওয়ানডে'তে তিনি শেষবার হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন ২০২০ সালের ২ ডিসেম্বর, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে বল হাতেও তাঁর পারফরম্যান্স আহামরি নয়। কিউয়িদের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচে এখনও উইকেট শূন্য তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ইনিংসে পেয়েছিলেন মাত্র ১টি উইকেট। যদিও জাদেজাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন দুশখাতে। ''আমার মনে হয় না ও বিশেষ চিন্তিত। ওর পরিসংখ্যান খুব ভালো। এখন সেভাবে উইকেট পাচ্ছে না। কিন্তু এটা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। ওকে আমরা বলের গতি নিয়ে পরিশ্রম করতে বলেছিলাম। আগের চেয়ে ভালো বল করছে। উইকেট পাওয়া সময়ের অপেক্ষা।'' বলে দিচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ।

আইএসএল-এর নয়া ফর্ম্যাটকে স্বীকৃতি দিল এএফসি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ আগামী মাসের ১৪ তারিখ থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার কথা। তবে দেশের শীর্ষ লিগ এবার হতে চলেছে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে। খেলা হবে 'সুইস মডেলে'। প্রতিটি দল প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। লিগের আগে সুখবর হল, ফেডারেশনের অনুরোধ মেনে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের আইএসএল-কে স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। আইএসএল-কে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে এশিয়ার নিয়ামক সংস্থাকে আগেই জানিয়েছিল এআইএফএফ। ফেডারেশন সেখানে 'বিশেষ পরিস্থিতির' কথা তুলে ধরে বলে আইএসএলের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটকেও যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার এএফসি একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আবেদন মঞ্জুর করেছে তারা। অর্থাৎ আইএসএল বিজয়ী এবং সুপার কাপ বিজয়ীদের এএফসি স্লট পেতে আর কোনও সমস্যা রইল না। তবে এক্ষেত্রে দু'টি প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে কোয়ালিফায়ার খেলে এএফসি'র মূল পর্বে যেতে হবে। আগে আইএসএল লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেত। এবার তা হচ্ছে না। কোনও দেশের শীর্ষ লিগকে এএফসি'র অনুমোদন পেতে গেলে কিছু শর্তাবলি মানতে হয়। প্রধান শর্ত হল, 'ম্যাচ ক্রাইটেরিয়া'। অর্থাৎ, লিগে কোনও দলকে ন্যূনতম ২৪টি করে ম্যাচ খেলতে হবে। তবে এবারের আইএসএল হবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে। তাই এই 'কোটা' পূরণ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এই সব কিছুই উল্লেখ করে এএফসি-কে জানিয়েছিল ফেডারেশন। দেরিতে লিগ শুরু হওয়ায় ম্যাচগুলি আগের মতোই হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে হবে। তারপর আগের মতোই নকআউট। উল্লেখ্য, প্রত্যেক ক্লাব কিছু হোম ম্যাচ খেলবে, কিছু অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। ক্লাবগুলিই ঠিক করবে কোন ম্যাচ তাঁরা হোম এবং কোন ম্যাচ অ্যাওয়ে খেলতে চায়। ১৪ দল নিয়ে আইএসএল শুরু হতে চললেও অনেক কিছুই কাটছাঁট করা হচ্ছে। যেখানে ম্যাচ হবে ৯১টি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এআইএফএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় এএফসি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মানের দুর্দান্ত গোলে সালাহদের বিদায় করে ফাইনালে সেনেগাল

সংবাদ সংস্থা, টাঙ্গিয়ের, ১৫ জানুয়ারিঃ মরক্কোয় চলমান আসরের প্রথম সেমি-ফাইনালে বুধবার সেনেগাল জিতেছে ১-০ গোলে। ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেছেন দলটির তারকা ফরোয়ার্ড সাদিও মানে। চার আসরের মধ্যে তৃতীয়বার ফাইনালে জায়গা করে নিল ২০২১ সালে নিজেদের একমাত্র শিরোপা জেতা সেনেগাল। সেবার ফাইনালে মিশরকে টাইব্রেকারে হারিয়েছিল তারা। এবার শেষ আটে গতবারের শিরোপা জয়ী কোত দি ভোয়াকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিশর। মোহামেদ সালাহ, ওমার মার্মাউশদের পথচলা থেমে গেল এখানেই। আসরে চার গোল করা সালাহ সেনেগালের বিপক্ষে একেবারেই নিষ্প্রভ ছিলেন। লিভারপুল তারকার জাতীয় দলের হয়ে প্রথম মহাদেশীয় শিরোপা জয়ের স্বপ্নও আরেকবার ভাঙল। ম্যাচে প্রায় ৬৪ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১২টি শট নিয়ে ৪টি লক্ষ্যে রাখতে পারে সেনেগাল। মিশরের ৩ শটের কেবল একটি লক্ষ্যে ছিল, সেটিও দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৭৮তম মিনিটে আসে সেনেগালের কাঙ্ক্ষিত গোলের মুহূর্ত। দলটির লামিনে কামারার শট বক্সের বাইরে মিশরের এক ডিফেন্ডার আটকে দেওয়ার পর বল পেয়ে যান মানে। প্রায় ২০ গজ দূর থেকে জোরাল নিচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন প্রাক্তন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। সেনেগালের রেকর্ড স্কোরার মানের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১২৫ ম্যাচে গোল হলো ৫৩টি। আর চলতি আসরে দ্বিতীয়। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মার্মাউশের শট ঠেকিয়ে সেনেগালের জয় নিশ্চিত করেন গোলরক্ষক। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে আয়োজক মরক্কো ও নাইজেরিয়ার মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী রবিবার শিরোপা লড়াইয়ে নামবে সেনেগাল।

ইনভেস্টর জট কাটতেই উচ্ছ্বসিত মহামেডান সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ আইএসএলের মাত্র এক মাস আগেই মহামেডান সমর্থকদের জন্য মিলল বড় সুখবর। দীর্ঘদিন ধরে ক্লাবের স্পনসর সংক্রান্ত জটিলতা এবার কাটার মুখে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মহামেডানের জন্য নতুন ইনভেস্টরের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার ক্লাবে আইএসএল সংক্রান্ত একটি বৈঠকের পর ক্লাব কর্তারা সংবাদমাধ্যমকে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় বাংলার এক সংস্থা এই মরশুমে মহামেডানের জন্য ইনভেস্টর হিসেবে কাজ করবে। মহামেডান সভাপতি ও সম্ভাব্য ক্লাব প্রধান আমিরুদ্দিন ববি সাংবাদিকদের বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী ইনভেস্টরের সঙ্গে সমন্বয় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।'' আগামী মরশুমে আইএসএলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এআইএফএফ নির্দেশ দিয়েছে, ক্লাবগুলোকে অবশ্যই খেলতে হবে। না হলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। এই পরিস্থিতিতে মহামেডান ক্লাবও অনির্ধারিত হয়ে আইএসএলে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে স্পনসর সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তখনো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর দখলে সেই জটিলতা কাটানো সম্ভব হয়েছে। ক্লাবের বাজেট ধরা হয়েছে ২০-২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে গত মরশুমের ব্যান তুলতে খরচ হবে ১২ কোটি, বাকি অর্থ দিয়ে দল গঠন করা হবে। এ বছর আইএসএল সংক্ষিপ্ত আকারে হওয়ায় বাজেটও কম রাখা হয়েছে। মহামেডান সভাপতি জানান, ২৫ জানুয়ারির মধ্যে ইনভেস্টরের নাম ঘোষণা হলে আমরা প্র্যাকটিস শুরু করব। বিদেশি খেলোয়াড় ছাড়াই আমরা দল গঠন করব। কলকাতা ও দেশের অন্যান্য প্রান্তের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে দল হবে, মেহরাজই কোচ থাকবেন। তবে কাদের সঙ্গে চুক্তি হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দলের প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে প্রস্তুত রিঙ্কু

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৫ জানুয়ারিঃ নতুন নয়, কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তার জায়গা নিয়ে ছিল একরকম অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছেন রিঙ্কু সিং। তিনি কেবল ফিনিশার হিসাবে নয়, দলের প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে প্রস্তুত। মিডল অর্ডারের অন্যতম ভরসা রিঙ্কু, আচমকাই কিছু 'অজানা' কারণে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন। এশিয়া কাপ ফাইনালে ১৪ রানের স্মরণীয় অবদান সত্ত্বেও, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে তিনি দলে সুযোগ পাননি। বিশ্বকাপ দলে তার অন্তর্ভুক্তি নিয়েও শুরুতে ছিল কিছু সংশয়। তবে অবশেষে তিনি ভারতীয় দলের সঙ্গে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছেন। রিঙ্কু সিং বলেন, ''আমাকে সমর্থকরা ফিনিশার মনে করেন। এর কারণ হলো আমার ব্যাটিং পজিশন। তবে আমি যে কোনও পজিশনে খেলতে পারি। ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং ভারতের হয়ে পাওয়ারপ্লেতেও ব্যাট করেছি। তিনটি হাফসেঞ্চুরি পাওয়ারপ্লেতে করেছি এখানে ব্যাটিং করেই।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''দলে সুযোগ পেলে কার না ভালো লাগে। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলা ভাগ্যের ব্যাপার। অনেক সময় কম্বিনেশনের কারণে সুযোগ হয় না। দলের ভারসাম্য ঠিক রাখতে টিম ম্যানেজমেন্টকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।'' ২৪ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রিঙ্কু ১৪টি ইনিংসে ছয় নম্বর বা তার পরে নেমেছেন। তবে চার নম্বরে ব্যাট করলে তার গড় ৪৯ এবং পাঁচ নম্বরে ব্যাট করলে গড় ৪০.৮৬।

শেষের গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে আলবাসেতের বিশাল চমক

নিয়মিত ফুটবলারদের অনেককে ছাড়া মাঠে নেমে ফিনিশিংয়ে ভুগতে দেখা গেল রিয়াল মাদ্রিদকে। ঘরের মাঠে উজ্জীবিত ফুটবল খেলে স্মরণীয় জয়ে কোপা দেল'রের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল দ্বিতীয় স্তরের দল আলবাসেতে।

সংবাদ সংস্থা, আলবাসেত, ১৫ জানুয়ারিঃ আলবাসেতের কার্লোস বেলমন্তে স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে শেষ ষোলোয় ৩-২ গোলে হেরেছে ইউরোপের সফলতম ক্লাব রিয়াল। জাভি ভিয়ার গোলে পিছিয়ে পড়ার পর প্রথমার্ধেই রিয়ালকে সমতায় ফেরান ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট বাকি থাকতে আয়োজকরা আবার এগিয়ে যায় হেফতে বেতানকরের গোলে। চার মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে রিয়ালকে দ্বিতীয়বার সমতায় ফেরান গন্সালো গার্সিয়া। শেষ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান গড়ে দেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা বেতানকর। নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রিয়ালের বিপক্ষে জিতল আলবাসেতে। দুই দলের আগের ১৪ দেখায় ১১টিতে জিতেছিল রিয়াল, ড্র হয়েছিল ৩টি। ২০০৫ সালের এপ্রিলের পর প্রথমবার এই মাঠে খেলল রিয়াল। দুই দশক পর এখানে ফেরাটা তাদের জন্য হলো ভুলে যাওয়ার মতো। রিয়ালের নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়ার শুরুটাও সুখকর হলো না। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে হারের পরদিন গত সোমবার জাবি আলোন্সোকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় আরবেলোয়াকে। ম্যাচে ৭৮ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২০টি শট নিতে পারে রেয়াল, যার ৫টি ছিল লক্ষ্যে। আলবাসেতের ১২ শটের ৫টি লক্ষ্যে ছিল। চোট ও বিশ্রাম মিলিয়ে কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম, রদ্রিগোসহ নিয়মিত আরও বেশ কয়েকজনকে ছাড়াই এই ম্যাচের স্কোয়াড সাজান আরবেলোয়া। আলোন্সোর শেষ ম্যাচ থেকে একাদশে ছয়টি পরিবর্তন আনেন তিনি। ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের বাইরে ভিনিসিউস জুনিয়রকে লক্ষ্য করে বর্ণবিদ্বেষী স্লোগান দেয় কিছু লোক। রিয়ালের হয়ে ৩৫০তম ম্যাচ খেলতে নামেন এই ব্রাজিলিয়ান

ফরোয়ার্ড। খেলা শুরুর একটু পর থেকে প্রচণ্ড কুয়াশায় ছেয়ে যায় চারপাশ। ২০ মিনিটের পর থেকে অবস্থার উন্নতি হয়। বল দখলে শুরু থেকে আধিপত্য করলেও পরিস্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না রিয়াল। ষষ্ঠ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ফেদেরিকো ভালভের্দে। ২৬তম মিনিটে তার শট ঠেকান গোলরক্ষক। লক্ষ্যে রিয়ালের প্রথম শট এটিই। ৪০তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শট রাখতে পারে আলবাসেতে। বাঁ দিক থেকে হোসে কার্লোস লাসোর ফ্রি-কিক পাঞ্চ করে ফেরান গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। এক মিনিট পরই রিয়ালকে স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। লাসোর কর্নারে বক্সে চমৎকার হেডে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ভিয়ার। জবাব দিতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি রিয়ালের। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে সমতায় ফেরে তারা। আর্দা গিলেরের কর্নারে ডিন হাউসেনের হেড গোলরক্ষক দারুণভাবে ফেরানোর পর, কাছ থেকে পায়ের টোকায় জালে পাঠান আর্জেন্টাইন উইঙ্গার মাস্তানতুয়োনো। সেটিই হয়ে থাকে প্রথমার্ধের শেষ কিক। রিয়ালের হয়ে অভিষেক মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের দ্বিতীয় গোল এটি। ৬৮তম মিনিটে একটি সুযোগ পান গন্সালো গার্সিয়া। গিলেরের ফ্রি-কিকে বক্সে লাফিয়ে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রিয়াল ফরোয়ার্ড। ৮১তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রিকি রদ্রিগেসের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান লুনিন। পরের মিনিটেই দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় আলবাসেতে। প্রতিপক্ষের ক্রস রিয়ালের দুই খেলোয়াড় হেডে ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন, ছয় গজ বক্সের কোণা থেকে ভলিতে জালে পাঠান বেতানকর। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে স্কোরলাইন ২-২ করেন গার্সিয়া। গিলেরের ক্রসে দারুণ হেডে গোলটি করেন তিনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে বদলে যায় সবকিছু। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন বেতানকর। তার প্রথম শট আটকে দেন দানি কার্ভাহাল। এরপর বেতানকরের চমৎকার কোনাকুনি শট দূরের পোস্ট দিয়ে জালে আশ্রয় নেয়। উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা স্টেডিয়াম। আলবাসেতের ডাগআউটের প্রায় সবাই ছুটে যায় মাঠে। স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগ, অর্থাৎ লা লিগা ২-এর পয়েন্ট টেবিলে আলবাসেতে আছে ১৭ নম্বরে, তারাই হারিয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদকে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দুই ম্যাচ হেরে যাওয়া রিয়াল আগামী শনিবার লা লিগায় লেভান্তের মুখোমুখি হবে।

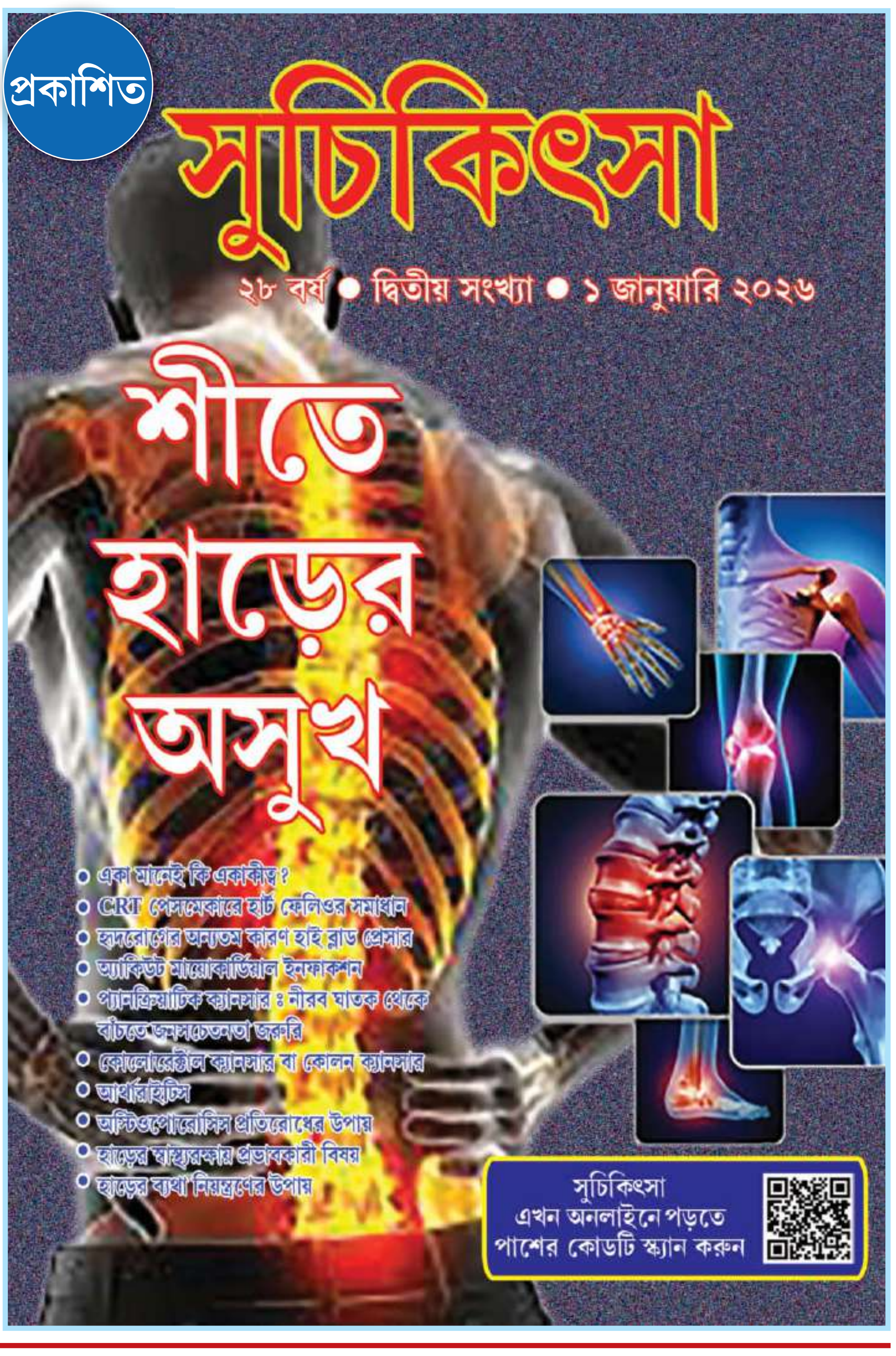

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com